(সচিত্র)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ সিংহ।

দত্ত এণ্ড ফ্রেণ্ডস্, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২২।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
"মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাপিয়া অশীতি বর্ষ ধরা হতে গেলে,
তবুও সরল শিশু! জীবনের রণে
ক্লান্ত শ্রান্ত, দুঃখে দৈন্যে, নিয়তি পীড়নে,
নীরবে সহিয়া বুকে শোক শক্তিশেলে।
মধুময় সে স্বভাব, স্নেহ, কোথা মেলে,
বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, ভক্তি—দ্বিধা-শূন্য মনে,
হে মোর পিতার পিতা? জাগিছে স্মরণে
জীবন-সায়াহ্নে তুমি কি ব্যথাই পেলে!

জরা-ঘনঘোরে একা, নিরাশার রাতে,
তৃণ-সম-মোরে ধরে চলে ছিলে ভাসি,
সহসা, অকূলে, এক তরঙ্গ আঘাতে
ডুবা'ল তোমারে সিন্ধু কল্লোলিয়া আসি—
জীবনের শোক-তাপ মরণে জুড়াতে;
বুঝেও বোঝে না মন—ঝরে অশ্রুরাশি।

বিজ্ঞাপন।

এই 'সনেট্'-গুলি গতবর্ষে 'দর্শক' পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্যই তর্পণ; সেই হেতু এ পুস্তকে কোনও জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ নাই। পরন্তু মৃতব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক স্মরণীয় নাম বাদ পড়িয়াছে; ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেই অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছা রহিল। কবিতাগুলির শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়াও ত্রুটি ঘটিয়াছে, কারণ কোনও কোনও মহাত্মার নাম একাধিক শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রকৃষ্টরূপে উপযুক্ত হইলেও, একটীমাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুইটী শ্রেণীতে (সমাজ ও সাহিত্য) অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিলাম, শিক্ষা-শ্রেণীর মধ্যেও তাঁহার স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কবিতার অযথা সংখ্যা-বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে চেষ্টা আর করি নাই। চিত্রগুলিতে শ্রেণীবিভাগের বা পৌর্ব্বাপর্য্যের কোনও নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। তর্পিত ব্যক্তিগণের মধ্যে, বুদ্ধ, শঙ্কর, বিদ্যাপতি, হেয়ার, বীটন্, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ, রবিবর্ম্মা এবং গোখ্‌লে ব্যতীত অপর সকলেই বঙ্গদেশীয়।

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। } শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সূচীপত্র।

* সচিত্র।

সমাজ-হিতৈষী।

শাস্ত্র-প্রকাশ-হিতৈষী।

শিক্ষা-হিতৈষী

দেশ-সেবক।

† সচিত্র।

সূচীপত্র।

চিত্র সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক)

† সচিত্র।

তর্পণ।

তর্পণ

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time."

তর্পণ।

স্মরণীয়, বরণীয়, কত মহাজন,
সমাজের হিত সাধি' বিবিধ পন্থায়,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অর্থে, পুণ্যে, বাণীর সেবায়,
ধন্য করি মাতৃভূমি—মানব জীবন,
যশঃস্বর্গে করেছেন দেহান্তে গমন।
তাঁদের নমস্য স্মৃতি, বিচিত্র মায়ায়,
উদাস পরাণে, স্তব্ধ গভীর নিশায়,
ফুটে উঠে নীলিমায় নক্ষত্র মতন।

ব্যগ্র হয়ে দিতে গিয়ে ভক্তি উপচার
শত মূর্ত্তি ভরা দেখি মানস দর্পণ!
গণ্ডূষ গঙ্গার বারি সম্বল আমার,
কুলাবে না জনে জনে করিতে অর্পণ,
অগ্রণীর নামে তাই বিবিধ শাখার,
সবার(ই) উদ্দেশে করি শ্রদ্ধায় তর্পণ।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

তর্পণ

ধর্ম্মনায়ক।

বুদ্ধদেব।

যাগযজ্ঞ প্রাণহীন, ধর্ম্ম মুহ্যমান,
সাধন-প্রবাহ রুদ্ধ, অতৃপ্তি জীবনে,
তুমি অবতীর্ণ হলে সেই সন্ধিক্ষণে—
শুনি' জরামৃত্যুরোল, আতুর-আহ্বান।
জাগিল মুমূর্ষু ধর্ম্ম, পেয়ে নব প্রাণ,
বাঁধিল নিখিল জীবে অহিংসা বাঁধনে,
দয়া-সাম্য-আত্মোন্নতি জিনিল মরণে,
কল্পান্তের হাহাকার লভিল নির্ব্বাণ।

তোমার অভয়বাণী উদাত্ত মঙ্গল—
লঙ্ঘি' হিমাচল, সিন্ধু—ব্যাপি' চরাচর,
অর্দ্ধ-ধরাবাসি-শিরে ঢালে শান্তি-জল—
মরুদগ্ধ হৃদি করে আশায় উর্ব্বর।
সেই আপ্ত বাক্য করি' জীবন-সম্বল
ধাইছে নির্ব্বাণ-পথে কোটী নারী নর।

শঙ্করাচার্য্য।

বর্ণাশ্রম-আর্য্যধর্ম্ম-বেদিকা উপর—
বৌদ্ধ জ্বালিয়াছে চিতা বিশাল ভীষণ ;
জৈন, তান্ত্রিকাদি তায় যোগায় ইন্ধন,
ব্রহ্মবাদ গ্রাসিবারে শিখা অগ্রসর।
অকস্মাৎ আসমুদ্র হিমাদ্রি শেখর
উঠিল কম্পিত করি ঝঞ্ঝাবরষণ,
নিবিল সে চিতানল—প্রশান্ত ভুবন,
বরাভয় করে মর্ত্ত্যে আসিল শঙ্কর।

আবার উঠিল আর্য্য-যাগযজ্ঞ হোম,
শূন্য পীঠস্থানে হ'ল দেব অধিষ্ঠান;
ধ্বনিল মন্দিরে মঠে 'হর হর ব্যোম,'
দর্শনে জাগিল দীপ্ত অদ্বৈতের জ্ঞান।
অসাধ্য সাধিলে তুমি, সাক্ষ্য রবি সোম,
হে আচার্য্য দিগ্বিজয়ী শিব মূর্ত্তিমান্!

চৈতন্যদেব।

যুক্তিতর্কে-তন্ত্রধূমে ধূসর সন্ধ্যায়
স্নিগ্ধোজ্জ্বল পূর্ণশশী হিরণ্য বরণ,
প্লাবিয়া নদীয়া-বঙ্গ-পুরী-বৃন্দাবন,
ভক্তি-চন্দ্রিকায়, শুদ্ধ প্রেমের বন্যায়—
উঠেছিলে তুমি, ধন্য করিয়া ধরায়।
ধন, মান, জাতিগর্ব্ব, সহস্র বন্ধন
চূর্ণ করি, মহাপ্রেমে দিলে আলিঙ্গন
উচ্চ নীচে, সর্ব্বভূতে দয়া মহিমায়।

ভক্ত তব মহামন্ত্র হরিনাম গায়,
ওঠে করতাল-শৃঙ্গা-মৃদঙ্গের রোল,
কাঁপে অঙ্গ, ভাসে বক্ষ প্রেমাশ্রু ধারায়,
মুখে তব জয়ধ্বনি—হরি হরি বোল,
পাপ তাপ দুঃখ দৈন্য লোটে এসে পায়—
চিদানন্দে ডোবে ভক্ত,—দাও তারে কোল।

নিত্যানন্দ।

প্রেম-অবতার নিজে মানিলেন হার,
তোমার প্রেমের কাছে, হে ভক্ত নিতাই,
অশান্ত করিলে তাঁরে, জগাই মাধাই
রক্ষিলে তাদের তুমি ক্ষমায় অপার,—
অগতির গতি হ'ল কৃপায় তোমার।
প্রেম-পারাবারে তব সীমাভেদ নাই,
বৈরাগী তোমারে প্রভু পাঠালেন তাই,
ঐশী-প্রেম বুকে লয়ে পাতিতে সংসার।

শিশিরে তপন-আলো, শিশু-মুখে হাসি,—
তুমি ছিলে গৌরাঙ্গের প্রেম-মূর্ত্তি ছায়া,
তোমারি আগ্রহে যত পাতকী হতাশী
পেয়েছিল হরিনাম—কৃষ্ণ-দয়ামায়া,
নিত্যানন্দ বিরাজিত হয়েছিল আসি
নবদ্বীপ ধামে, ধরি' নিত্যানন্দ কায়া।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র সেন

রাজা রামমোহন রায়।

করেছিলে ছিন্ন তুমি সাকার বন্ধন,
কিন্তু মুক্ত বিহগের উদ্‌ভ্রান্ত উল্লাসে
ধাও নাই সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ-মেঘ পাশে,—
নীড়ে দৃষ্টি রাখি', ভ্রমি' বিশাল গগন,
স্বধর্ম্মেই পেয়েছিলে আশ্রয়-কানন।
অবাধ-সমীর-স্নিগ্ধ সেই ব্রহ্ম-বাসে,
জাতিত্ব-শৃঙ্খল-মুক্ত ভ্রাতৃগণ আসে,
অকূলে ভাসে না আর ত্যজিয়া স্বজন।

মুক্তির কাকলী তব শাস্ত্রীয় বিচার,
সৃজিল বঙ্গীয় গদ্য—সাহিত্যের মান।
তোমার স্বাধীন চিন্তা, নবীন, উদার,
সমাজের হিত-চেষ্টা, আদর্শ মহান্,
খুলিয়াছে নব্যবঙ্গে উন্নতির দ্বার,—
নবযুগ অবতার তুমি মহাপ্রাণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল জীবন তোমার,
তাই হেরি' সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ
ব্রহ্মের স্বরূপ মনে হইল বিকাশ,
মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসি সৈকতে গঙ্গার
উদিল তোমার মনে, সংসার অসার।
তাই করি' অসত্যকে সমূলে বিনাশ,
অটল সত্যের নিষ্ঠা করিতে প্রকাশ
চিরদিন তুমি ধর্ম্ম-জীবনে উদার।

উপনিষদের তথ্য করি' সঙ্কলন,
আর্য্যের প্রাচীন ধর্ম্মে হয়ে অবহিত,
সেই ধর্ম্ম প্রচারেই সঁপিলে জীবন,
ব্রহ্মপদে প্রাণমন করি' নিবেদিত।
সেই পুণ্যে উদ্বোধিত সন্তান স্বজন,
তব পূত-স্মৃতি-গন্ধে, দেশ সুরভিত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের মধ্যাহ্ন গগনে
প্রদীপ্ত তপন তুমি ভক্তি-রশ্মি জালে—
প্রতিভার—বাগ্মিতার রাজটীকা ভালে,—
মন্ত্র-মুগ্ধ করেছিলে শিক্ষিত সজ্জনে।
যেই গুণে প্রত্যাদিস্ট ভাবি' তোমা মনে,
শিষ্যবর্গ ভক্তি-বারি তব পদে ঢালে,
সে শক্তি বিফল নহে, ক্ষীণতর, কালে;
ব্রহ্মের বিভূতি ছিল তোমার আননে।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবার আশে,
যে নববিধান তুমি করিলে প্রচার,
বৈষ্ণব-সাধন-পূত ভক্তির বিকাশে
আধ্যাত্মিক উর্দ্ধগতি ঘোষিছে তোমার।
ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিঃ তব, বিকাশে আকাশে,
ডুবে গেছে স্তুতি, নিন্দা, সমাজ-বিচার।

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

হে ধর্ম্মপিপাসু, তুমি, সামর্থ্য-সাধনা,
জ্ঞান, বুদ্ধি, সমর্পিয়া, অক্লান্ত আয়াসে
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিলে আবেগে, বিশ্বাসে।
সে পথে, ধর্ম্মের তৃষা তব মিটিল না,
জীবন-সায়াহ্নে তাই, যৌবন-ধারণা
বিসর্জ্জিয়া মুক্তিলাভ করিবার আশে,
হরিনাম-সুধা-পানে, সাধু সহবাসে,
বিচরিয়া ভক্তিমার্গে, পূরালে কামনা।

বন্ধুরা ভাবিল তব হ'ল মতিভ্রম,
ভক্তেরা গায়িল তব ভক্তির বিজয়।
গ্রহণ করিয়া তুমি সন্ন্যাস-আশ্রম,
সংসারের মায়া-মোহ করিয়া বিলয়,
লভিলে সাধন-মার্গে সমুন্নত ক্রম,
জগন্নাথ-ক্রোড়ে তুমি, পাইলে আশ্রয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

পাশ্চাত্য-আলোক-ছটা, ঝলসি' নয়ন—
প্রদর্শিতেছিল যবে দেশ-ধৰ্ম্মাচার
জরাজীর্ণ, অশোভন, মলিন আকার,
তুমি এলে বঙ্গে, লয়ে ভক্তি-উপায়ন,
স্নেহভরে দিলে নেত্রে প্রেমরসায়ন।
ঘুচিল মনের ভ্রম, দৃষ্টির বিকার,
ফুটিল স্বধৰ্ম্ম-মূৰ্ত্তি সুন্দর, উদার,
স্বদেশ-পূজার পুষ্প, হইল চয়ন।

শৈশব-সরল তুমি ভক্তি-অবতার,
সংসারে সন্ন্যাসী, ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চনে,
স্মরিলে তোমার উক্তি, ধৰ্ম্মার্থ বিচার,
জুড়ায় হৃদয়, পুণ্য-অমিয়-সেচনে,
দূরে যায় জ্ঞানগৰ্ব্ব, পাণ্ডিত্য অসার,
অনিত্য এ ভেদাভেদ, ধনী-অকিঞ্চনে।

বিবেকানন্দ স্বামী।

গুরুর আরব্ধ যজ্ঞ করিবারে শেষ
এসেছিলে দেশপ্রাণ ত্যাগী যোগিবর
—স্বধর্ম্মের বাণীমূর্ত্তি, দেশাত্মার স্বর,—
প্রচারিতে যুগান্তের মহা প্রত্যাদেশ।
তব প্রতিভায়, প্রাচ্য, পরি' নববেশ,
প্রতীচ্যে বাঁধিল সখ্যে, প্রসারিয়া কর,—
উপজিল বিশ্বপ্রেম, অপূর্ব্ব, সুন্দর,
বাঙ্গালীর আত্ম-মান—জাগিল স্বদেশ।

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রতীচীর ঋণ
এ নব্য-ভারতে ছিল চাপি' গুরুভারে ;
তুমি দেখাইলে, প্রাচ্য নহে কভু দীন,
ধর্ম্মাদর্শ বিশ্বমাঝে, সে-ই দিতে পারে।
সফল জীবন-যজ্ঞ, সাধনা কঠিন,
প্রবুদ্ধ ভারত আজি, বন্দিছে তোমারে।

প্রাচীন কবি।

জয়দেব।

সঙ্গীতের ভাষা তব বর্ণিবারে নারি !
ফুটন্ত মল্লিকা যূথী চম্পকের গন্ধে,
অজয়-তরঙ্গ-তানে, পিকগীত-ছন্দে,
কি আনন্দে রচিয়াছ, বুঝিতে না পারি !
সে গীতে হৃদয়-বীণা উঠে যে ঝঙ্কারি,'
বসন্ত-মরুত আনে প্রাণে মৃদু মন্দে,
ভ্রমর-দল-গুঞ্জন, মধু-ছান্দোবন্ধে,
মাঝিরা পদ্মায় রাতে গেয়ে যায় 'সারি'।

আদি কবি তুমি বঙ্গে গীতি-কবিতার,
পরম বৈষ্ণব প্রেম-সাধনার বলে
রচিলে যে গোবিন্দের গীতি-ফুলহার,
ভক্তিতে গলিয়া পূত নয়নের জলে,
ভক্ত বিনা মহামূল্য কে বুঝিবে তার ?
শ্রদ্ধায় গৌরাঙ্গ যাহা পরিতেন গলে।

চণ্ডীদাস।

দুঃখেরে মথিয়া লভি' পিরীতি রতনে,
দুঃখকেই সুখ বলি বরিলে হৃদয়ে,
দুঃখ হারা হ'লে, সুখ যাবে এই ভয়ে,
সর্ব্বত্যাগ-ক্লেশ দিয়া ঘিরিয়া যতনে
রক্ষিলে প্রাণের প্রাণে প্রেমের স্বপনে ;
দুঃখের অনলে প্রেম অনাবিল হয়ে
নিবেদিল আপনারে নিত্যপ্রেমময়ে—
বিশ্ব ছেয়ে উঠি ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ সদনে।

কায়া ছাড়ি প্রেম যবে অনন্তে মিশায়,
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে ব্যথিত পরাণে,
মরমের অশ্রু দিয়া সাধ্যসাধনায়,
শরীরী করিলে তারে অমৃতের গানে।
সে গানের তুলনা যে নাহিক ধরায়,
তোমা সম গীতি-কবি আছে কোন খানে ?

বিদ্যাপতি।

প্রেমে সুরসিক ভক্ত, কবিত্বে মণ্ডিত,
আবেগ-উৎকণ্ঠা-শঙ্কা-সুখ-দুখ ভরা,
বিরহে জ্বলন্ত চিতা, মিলনে অমরা,
মিলন-সুখেও পুনঃ বিচ্ছেদ শঙ্কিত,
প্রেমের কি মূর্ত্তি তুমি করেছ অঙ্কিত!
সে প্রেম সাধনা-পূত, হৃদি-রক্ত-ঝরা,
প্রাণের অধিক সত্য,—বিশ্ব-আলো-করা,
জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী, মরণ অতীত।

অন্তরালে থাক্ তব প্রেমে পরকীয়া—
কবিত্বের মহা উৎস—বাণীর প্রেরণা;
জীবন-রহস্য তব রাখুক ঢাকিয়া
আধ আলো আধ ছায়া স্বপন রচনা!
গীতে পূত প্রেম শুধু রহক জাগিয়া—
কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমিকের চির-উদ্দীপনা!

গোবিন্দদাস।

নানা রসে মহাজনে কৃষ্ণলীলা গায়,
বিদ্যাপতি ভাবে—'আমি রাধাগত প্রাণ,
বিরহী শ্রীকৃষ্ণ,—মোর রাধা ধ্যান জ্ঞান।'
চণ্ডীদাস কাঁদে—'হায়, কোথা শ্যামরায়,
রাধা আমি,—কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।'
তুমি মজে সখীভাবে গেয়েছিলে গান,
রাধা কৃষ্ণ উভয়েরি প্রেমরস পান
করেছিলে, সেবা-সুখে, প্রমত্ত হিয়ায়।

যৌবনান্তে রচেছিলে গীতি-পদাবলী,—
স্বপন-রাগের তব নাহি ছিল শেষ ;
নহিলে আঁকিলে কিসে শ্রীরাধা বিজলী—
নবীন-নীলাভ্রে স্ফুট কনক-আবেশ ?
কেমনে বাজিল হৃদে বাসন্তী-কাকলী—
মল্লিকা-মালতী-গন্ধে, ভরে গেল দেশ ?

জ্ঞানদাস।

শ্যামের মুরলী যবে 'রাধা রাধা' বলি'
বেজেছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে যমুনার কূলে,
পূর্ণিমা-নিশীথে ফুল্ল কদম্বের মূলে,
প্রতিধ্বনি তুলি' যবে, যমুনা উছলি,
ডাকিল আকুল কণ্ঠে 'আয় রাধা চলি',
তুমি কি দেখিলে সেথা, লাজ ভয় ভুলে
ছুটে আসে পাগলিনী রাই, এলোচুলে,
কালিন্দীর কূলে দিতে কুলে জলাঞ্জলি ?

সেই রাধা-সাধা বাঁশী বাজিত কি প্রাণে,
ছুটেছিলে বৃন্দাবনে, ভাই ত্যজি ঘর ?
তাই কি বিভোর হ'য়ে, সে অমিয় তানে
মিলাইয়া দিয়া তব প্রাণের 'আখর',
ভাসায়ে দিয়াছ ধরা রসময় গানে—
হে বৈরাগী, প্রেমাতুর, রসের সাগর !

কৃত্তিবাস।

সিদ্ধতপা ভগীরথ শিব-শির হতে
ভূতলে আনিল গঙ্গা কলুষনাশিনী,
তুমিও তেমতি, কত পুণ্যে নাহি জানি,
দেব-ভাষা-স্বর্গ হতে বাঙ্গালা মরতে
বহায়েছ, সিদ্ধ হয়ে বাণী-সেবা ব্রতে,
মন্দার-মোদিত মধু কাব্য মন্দাকিনী—
রামায়ণ পুণ্যকথা অমৃতকাহিনী ;
শত ধন্য তব সেই কীর্ত্তি সর্ব্বমতে।

কবিত্বের গর্ব্ব তব নহে অকারণ,
তোমার পয়ার, নগ্ন-মাধুরী-বৈভবে,
আবেগে, কারুণ্যে, মুগ্ধ করে সর্ব্বজন।
রামায়ণ-রচনার, অগ্রণী গৌরবে,
পুণ্য তব কেহ নাহি করিবে হরণ,
আদি কবি বঙ্গে, তুমি চির ধন্য রবে।

মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ)।

ক্রৌঞ্চঘাতী নিষাদের ক্রূর আচরণে,
স্বতঃ সমীরিত শ্লোকে, হৃদয়ের ব্যথা,
আদি কবি কণ্ঠ হতে নিঃসরিল যথা,
অত্যাচারী শাসকের নির্ম্মম তাড়নে
দেশ-গৃহ-ত্যাগী হয়ে, দারিদ্র্য পীড়নে,
কবিত্বের উৎস তব উৎসারিল তথা—
মানব চরিত-চিত্র, দৈন্য দুঃখ কথা,
স্বভাব-বর্ণনা চারু—চণ্ডীর স্বপনে।

মৌলিক কল্পনা তব, চরিত্র বর্ণনা,
আদর্শ ধরিল কত কবি পরে পরে;
দারিদ্র্য-চিত্রের তব নাহিক তুলনা,
করুণ মাধুর্য্যে—অশ্রু দু'নয়নে ঝরে;
পাবন প্রসাদ-গুণে মণ্ডিত রচনা,
শ্রেষ্ঠ কবি খ্যাতি তব, চণ্ডিকার বরে।

কাশীরাম দাস।

বাণীর প্রসাদে তুমি হয়ে বলীয়ান্,
না রচিতে যদি শুদ্ধ সরল বচনে,
মুক্তাছন্দে স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণনে,
মহাকাব্য, হে বিনয়ী কবি কীর্ত্তিমান্,
ভাসাইত পল্লীগৃহ কোন্ পুণ্যবান্,
অফুরন্ত আনন্দের পূত প্রস্রবণে ?
কে শুনাত বাঙ্গালার নরনারীগণে
মহাভারতের কথা, অমৃত সমান ?

কত কবিদের "ভাষা ভারত" রচনা
পুঁথিগত হয়ে আছে লোক-অবিদিত,
অশিক্ষিত পল্লীবাসী কে পড়ে বল না
গদ্য-অনুবাদ-গ্রন্থ পণ্ডিতে রচিত ?
তোমার কবিত্বে মুগ্ধ পুরুষ, ললনা,
গৃহে গৃহে তব কাব্য পঠিত, পূজিত।

ভারতচন্দ্র

সঙ্গীত-মধুর শব্দে অনিন্দ্য-সুন্দর,
ছন্দে, বর্ণে, অলঙ্কারে, রচনা-কলায়
কি অপূর্ব্ব মাধুরীতে বঙ্গ কবিতায়
সাজালে নিপুণ শিল্পী মহাশক্তিধর—
ভাষার ঐশ্বর্য্যে তুমি রাজরাজেশ্বর।
ছন্দে গাঁথা মন্ত্রপূত বাক্যের ছটায়,
হেন কবি নাহি কেহ তোমাকে হারায়,
গুণিজন কাছে তব চির সমাদর।

অন্নদা-কৃপায় তুমি কবিতা-কাননে
রোপিয়াছ যেই তরু—সুরম্য শ্যামল,
আনন্দ-বিহ্বল নেত্রে কাব্যামোদী জনে
হেরে তার চারুশোভা, পুষ্প সমুজ্জ্বল,
ফলে কিবা আছে দোষ নাহি ভাবে মনে,
বাণীকুঞ্জে তার সম তরু যে বিরল।

রামপ্রসাদ।

ভক্তির আবেগে তুমি উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
সন্তানের স্নেহ-দর্পে—শিশুর মায়ায়,
ডেকেছিলে 'মা-মা' বলে দেবী কালিকায়,
করুণ মধুর সুরে, মর্ম্মস্পর্শী তানে।
তাই বুঝি ভক্তপ্রাণা শ্যামার বিধানে,
কবিজন-সাথী দৈন্য ছাড়িল তোমায়,
ভজন-সাধনে, দেবী-মাহাত্ম্য-কথায়
ভাসাতে মানব-চিত্ত,—পরমার্থ-গানে।

একান্তে করিলে তুমি শক্তির সাধনা,
ভক্তির কারণ পানে প্রমত্ত অন্তর,
পূরালেন তাই শ্যামা মনের বাসনা.—
তোমার "প্রসাদী" সুর হয়েছে অমর ;
কালী-তত্ত্ব-গানে তব নাহিক তুলনা,
শাক্ত-কবি-শ্রেষ্ঠ তুমি, সাধক-প্রবর।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।

বাঙ্গালীর "সরিমিঞা" তুমি গীতকার,
টপ্পা গানে বাঙ্গালীর স্বকৃত "গজল্"এ
'তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে,'
রসে, ভাষে, সুরে তব গীত একাকার।
কি গভীর ভাব—যোগ্য কথায় তোমার—
ফুটিয়া উঠিয়া যেন যাদুমন্ত্রবলে
রবিকরে পদ্মপত্রে বারিকণা জ্বলে!
প্রেমের স্বভাব তুমি বুঝেছিলে সার।

সুরজ্ঞ পণ্ডিত তুমি সঙ্গীত-কলায়,
তাই তব প্রেম-গীতে কথার বাঁধুনী
শক্তি পেয়ে সুরে লয়ে, মীড়-মূর্চ্ছনায়,
দ্বিগুণিত হয়ে আজো প্রাণে বাজে শুনি।
প্রবাহিত করে গেছ তুমি বাঙ্গালায়—
মানবীয় প্রেম রস গীত-সুরধুনি।

রাম বসু।

ভুলে গেছে লোকে এবে 'কবির লড়াই',
মুখে মুখে রচনার কত গুণপনা,
'উতোর' গায়িতে হ'ত কত উত্তেজনা,
সে উল্লাসে কালবশে আর রুচি নাই।
কিন্তু মরি ল'য়ে তব গীতের বালাই!
মরমের কথা সেই বিরহ-বেদনা—
সরমে, অস্ফুট বাণী, জড়িত রসনা,
তাহার তুলনা আজ কোথা খুঁজে পাই?

কবিদ্বন্দ্ব থেমে গেছে রেখে গেছে গান,
নদীবন্যা শুখায়েছে দিয়ে গেছে সার,
দূর হতে আসি এবে সুকরুণ তান,
লাজনম্র নায়িকার বিরহ ব্যথার,
আবেগে আকুল করি হৃদি মন প্রাণ
ঘোষে 'কবিগীতে' তব জয় জয় কার।

গোবিন্দ অধিকারী।

বিজ্ঞলোক সনে অজ্ঞ জনসাধারণ
—আনন্দ-মিলনে বাঁধি বঙ্গ নর নারী—
তুষিতে সমানে সবে, তুমি অধিকারী
গোবিন্দ-চরণভক্ত, গায়ক-রতন।
দূরান্তর হতে আসি', শ্রোতারা তখন
মুগ্ধচিত্তে শত কণ্ঠে দিত বলিহারি
শুনে সারী-শুকদ্বন্দ্ব রচিত তোমারি,
দূতী-বেশে, কৃষ্ণলীলা গায়িতে যখন।

কি 'পশার' ছিল তব প্রাচীন সমাজে,
গুণজ্ঞ শ্রোতার কাছে কত সমাদর,
কি আনন্দ বহাইতে ভক্ত-হৃদি-মাঝে—
বৃন্দাবনে পরিণত যাত্রার আসর।
স্মৃতি শুধু তা'র, এবে মানসে বিরাজে,
কৃষ্ণযাত্রা-অধিকারী, গোবিন্দ অমর।

দাশরথী রায়।

পাঁচালীর যুগ বঙ্গে হয়েছে বিগত,
কিন্তু তব ভক্তিমাখা গীতের মাধুরী,
তত্ত্বকথা বলিবার বচন-চাতুরী,
ভুলিবে না বাঙ্গালার নরনারী যত।
ঘাটে মাঠে পল্লীবাটে ভিক্ষাজীবী কত,
তব গীত গেয়ে গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরি',
দরিদ্র-কুটীর হতে ধনাঢ্যের পুরী,
প্লাবিত করিছে ভক্তি-ভজনে, নিয়ত।

তব গীতে মুগ্ধ, শুধু অজ্ঞ লোকে নয়,
পণ্ডিত-সমাজে তুমি হয়েছ পূজিত।
তোমার সে গীত আজি ব্যাপ্ত দেশময়,
সর্ব্বশ্রেণী-লোক-মাঝে বহু প্রচারিত।
রসিক সরল ভক্ত, বাণীর তনয়,
তোমার সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠ কবির বাঞ্ছিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

স্বভাবজ-কবিত্বের হয়ে অধিকারী
নীরস বস্তুকে তুমি করিলে সরস।
পরিহাস-রসে তব অদ্বিতীয় যশ—
যুগ-সন্ধি-স্থলে, কবি একচ্ছত্র-ধারী।
সে কালের রসগ্রাহী যত নর-নারী
"প্রভাকর" পাঠে কেহ না হ'ত অলস।
গুণী মূর্খ সর্ব্বলোকে হয়েছিল বশ,
কবিতার গুণে তব, দিত বলিহারি।

মান নাহি কালবশে, শ্লীলতার বাঁধ,
রহস্যে ও কটূক্তিতে করনি বিচার,
সে নহে বিদ্বেষে—শুধু রণজয়ে সাধ।
অনুপ্রাসে কবিতার করিতে বাহার
—সরল ভাষাই কিন্তু তোমার যে ছাঁদ—
শেষ রস-কবি তুমি খাঁটি বাঙ্গালার।

শ্রীধর কথক।

কি আগ্রহে, তব কণ্ঠ-মুখর অঙ্গনে,
আসি', শুনি কথকতা হইয়া বিভোর
ফেলিত অজস্র লোকে নয়নের লোর—
কভু বা বিষাদে, কভু সুখের মিলনে।
বীর হাস্য করুণাদি রস-উদ্দীপনে,
শ্রোতৃবর্গে আবেগের না থাকিত ওর,
বাঁধিতে ভক্তের হৃদি দিয়া ভক্তি-ডোর,
সঙ্গীতে করিতে মুগ্ধ, জনসাধারণে।

কি মোহিনী শক্তি ছিল কথন-ভঙ্গীতে,
স্বরের বৈচিত্র্য কত শ্রুতি-সুখকর,
কি রহস্য খেলিত যে নয়ন-ইঙ্গিতে,
বাক্য-চিত্র কি প্রত্যক্ষ প্রাণমনোহর,
কি সুধা ক্ষরিত তব ভজন-সঙ্গীতে
সে আনন্দ লুপ্ত এবে, হে

তারানাথ তর্কবাচস্পতি
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ সেন
রামতনু লাহিড়ী

কাঙ্গাল হরিনাথ
লালমোহন ঘোষ
কুমারীতরু দত্ত
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ
রজনীকান্ত সেন

প্রসন্নকুমার ঠাকুর
কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
আনন্দমোহন বসু
[illegible]নাথ পালিত

মহামনীষী।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

যে যুগে উদিলে তুমি প্রদীপ্ত তপন,
সে স্বর্ণ যুগের সম যুগ বাঙ্গালায়,
আসে নাই আর কভু কালের প্রভায়;
আলোক ঝলকে তুমি ভাসালে গগন।
প্রভাতের সূর্য্য তুমি অরুণ বরণ,
দিবাভাগে উজলিলে তেজে নদীয়ায়,
সৌর আভা হরে' লয়ে উঠি সে সন্ধ্যায়,
গৌরচন্দ্র ঢেলে দিল প্রেমের কিরণ।

বেদান্ত শিখাতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদে,
—পণ্ডিত সম্রাট্ তুমি ন্যায়ে শ্রুতিধর,—
নিজে দীক্ষা নিলে প্রেমে অভিনব ছাঁদে,
গুরু হ'ল শিষ্য, আর শিষ্য গুরুবর!
শিষ্যের সকাশে গুরু প্রেমাবেশে কাঁদে,
জগতে অতুল দৃশ্য—মনোমুগ্ধকর।

রঘুনাথ।

পাণ্ডিত্যের অসামান্য প্রাধান্য গৌরবে
বিমণ্ডিত করি বঙ্গ, মহা শুভক্ষণে
উদিল জ্যোতিষ্ক যত কালের গগনে,
সে সবার মধ্যে তুমি চিরদীপ্ত রবে
আদিত্য সমান তেজে, যতদিন ভবে
ভক্তি-অর্ঘ্য দিবে নরে মনীষা চরণে—
যতদিন বাঙ্গালীরে প্রশংসা বচনে
"ভারত মস্তিষ্ক" বলি,' সম্বর্দ্ধিবে সবে।

মেধাবলে গুরু তব আনিল জিনিয়া
ন্যায়শাস্ত্র—মিথিলার বাসুদেবাসন,
তুমি সেই দেবতাকে মস্তকে বহিয়া,
সশরীরে, নবদ্বীপে করিলে স্থাপন।
তব দেব-প্রতিষ্ঠায় জাগিল নদীয়া,
হে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ-গৌরব-তপন!

রঘুনন্দন।

এ কালের "মনু"—শ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রকার
অদ্বিতীয় "স্মার্ত্ত" তুমি, অখণ্ড প্রতাপে
বিলুপ্ত করিয়া কত দেশাচার শাপে,
যে আচার-বিধি বঙ্গে করিলে প্রচার,
শিরোধার্য্য করি' সেই আদেশ তোমার
এখনো স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ লোকে, কাল যাপে—
তোমার অকাট্য বিধি, জ্ঞানে অপলাপে,
নিরয়গমন ধ্রুব, বিশ্বাস সবার।

যে মনীষা-পাবকের প্রদীপ্ত-শিখায়
স্মৃতিশাস্ত্র-সুবর্ণের করিলে শোধন,
সেই বহ্নি-স্ফুলিঙ্গের প্রোজ্জ্বল-প্রভায়
উদ্ভাসিত করি' তুমি বঙ্গের আনন,
গৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র, পূজ্য নদীয়ায়,
"স্মৃতির" প্রাধান্য, দর্পে করিলে স্থাপন।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

বিদ্যাকে, ভক্তিতে তুমি উচ্চে ধরি' শিরে,
বিদ্যার মর্য্যাদা পাছে ক্ষুণ্ণ হয়— ভয়ে,
লক্ষ্মীর প্রসাদ হতে আপনারে ল'য়ে
দূরে গিয়ে, দৈন্য দিয়ে রেখেছিলে ঘিরে।
দান লয়ে, লক্ষ্মী আসি' সেধে গেল ফিরে,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তায়! ঐহিক আশয়ে
নিস্পৃহ থাকিয়া তুমি, বিদ্যার নিলয়ে
আকণ্ঠ ডুবিয়াছিলে ষড়ৈশ্বর্য্যনীরে।

একালের অর্থ-সর্ব্ব' নীতির অধীনে
কে বুঝিবে তোমার সে লক্ষ্মী-প্রত্যাখ্যান?
স্বার্থ-চিন্তা-কণ্টকিত সংসারে—দুর্দ্দিনে
তোমরা পথের আলো—দীপ্ত, জ্যোতিষ্মান্,
জীবনের ঘনঘোরে, দৃষ্টি-শক্তি-হীনে,
আর্য্যঋষিগণ পুণ্যে, বিধাতার দান।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

স্মৃতিশক্তি-খ্যাতি তব, পণ্ডিত প্রবর,
শারদ-কৌমুদী-স্নাত সদ্য-বিকশিত
শেফালি-গুচ্ছের মৃদু গন্ধে, আমোদিত
করিয়া রেখেছে নিত্য বাঙ্গালী অন্তর।
কৈশোরেই (গুণে তব মেধা লোকোত্তর)
সর্ব্বশাস্ত্র হয়েছিল তোমার অধীত,
আজীবন সেই জ্ঞান করি' বিতরিত,
বাঙ্গালীর চিরপূজ্য, তুমি 'শ্রুতিধর'।

একটি তৃপ্তির কথা জাগে আসে মনে,
জীবন-কাহিনী তব করিলে স্মরণ,
গুণের আদর তুমি পাইলে জীবনে,
সে সৌভাগ্য, এ সংসারে, পায় কয় জন?
ধন্য সে রাজন্যবর্গ, যাঁ'রা ধান্যে, ধনে,
যশে, মান্যে, করিলেন প্রতিভা-বরণ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তুমিই একালে
বঙ্গের প্রাচীন খ্যাতি, মনীষা-গৌরব,
শাস্ত্রজ্ঞানে, দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা-সৌরভ,
জাগায়ে গিয়াছ, চলি' মৃত্যু-অন্তরালে।
কুলগত পাণ্ডিত্যের শুভাশিস্ ভালে,
জ্ঞানের মহত্ত্ব তবহ'লে অনুভব,
বিস্ময়ে ভক্তিতে বাণী হয় যে নীরব,
বিদ্যার ঔদার্য্য, তুমি চরম দেখালে।

তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি—মহা অভিধান,
শাস্ত্রশিক্ষা-প্রচারের অক্লান্ত উদ্যম,
অধ্যয়নে অনুরাগ, সুধীবর্গে দান,
ছাত্র-হিতে স্বার্থত্যাগ, বদান্যতা, শ্রম,
দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের রাজার সম্মান,
নারিবে করিতে কভু, কেহ অতিক্রম।

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ) রাজনারায়ণ বসু

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৫ পৃঃ

গদ্য সাহিত্যরথী।

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেক্‌চাঁদ)।

জামা জোড়া হীরা-মুক্তা গহনার ভারে,
আড়ষ্ট হইতেছিল শিশু-বঙ্গভাষা,
তুমি করে দিয়ে তার নগ্নমূর্ত্তি খাসা,
পাঠাইলে মাঠে গোঠে খেলিতে তাহারে।
ছাড়া পেয়ে, সেজে শিশু বন-ফুলহারে,
নেচে হেসে গান গেয়ে—যেন সুস্থ চাষা,—
বাড়িতে লাগিল—শত ভবিষ্যৎ আশা—
স্বভাবের মুক্তবায়ু শিক্ষার আগারে।

উপন্যাসে সৃষ্ট যেন,—নশ্বর সবল,
"আলালে' দুলাল" শিশু, লোকের সমাজে
নগন আসিছে দেখি, আত্মীয় সকল
বসন ভূষণ দিল, যেখানে যা' সাজে।
পরি' শিশু নব সাজ—অমল ধবল,
তব দত্ত স্বাস্থ্যে আজি কি শোভায় রাজে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সাহিত্য-গগনে তুমি শুভ শুকতারা
পূর্ব্বাকাশে উঠেছিলে,—নবারুণরাগে
রঞ্জিয়া, বঙ্কিম রবি ফুটিবার আগে—
উষার ললাট-টীকা রজতের ধারা,
সামগান—দেবভাষা হ'য়ে তারাকারা।
কি বিমল, কি যে স্নিগ্ধ—সদা মনে জাগে—
তোমার সে সিত-জ্যোতিঃ! দীপ্ত দিবাভাগে
মিলাইয়া গেলে ধীরে, হ'য়ে আত্মহারা।

ওতপ্রোত হ'য়ে মিশি' অরুণ বিভার
শুভ্রতা দিয়াছ তুমি সমুজ্জ্বল করে',—
অস্তমিত উষাতারা উঠি' যে আবার
সন্ধ্যাতারা রূপে জ্বলে গোধূলি-অম্বরে।
বাণী-পদে তব দান, অমূল্য অজর,
দয়ার সাগর তুমি, হে বিদ্যাসাগর!

অক্ষয়কুমার দত্ত।

সাহিত্য-সেবায় তুমি করি' প্রাণপণ,
করিয়াছ বঙ্গভাষা সজীব সবল,
বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-সম্পদে উজ্জ্বল।
সম্প্রদায়-ধর্ম্মনীতি, শাস্ত্রের বচন,
প্রতীচ্য ভাণ্ডার হতে কত জ্ঞানধন
অহরণ করি', ঢালি বিদ্যা বুদ্ধি বল,
দর্শন-বিজ্ঞানতত্ত্ব করিয়া সরল,
চারুপাঠ্য সাহিত্যের করিলে সৃজন।

ধনস্পৃহা, স্বাস্থ্য-সুখ, সর্ব্বত্যাগ করি'
তত্ত্ববোধিনীর সেবা তব ব্যর্থ নহে;
সাহিত্য-সংসারে তব সেই কীর্ত্তি স্মরি'
ওই শুন "বঙ্গভাষা" গর্ব্বভরে কহে—
"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার,
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার।"

রাজনারায়ণ বসু।

প্রাচীন-নবীন-যুগ সঙ্গমের জলে
স্নান করি' উঠি' মুক্ত সৈকত-শেখরে,
যে বিপ্লব দেখেছিলে সমাজের স্তরে,
সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে,
আঁকিয়া সে স্মৃতি-চিত্র যতনে বিরলে,
বিমল রহস্য-রাগে সুরঞ্জিত করে',
উদার অন্তরে, ভক্তি-অনুরাগ-ভরে,
অর্পিয়াছ, মাতৃভাষা-চরণ-কমলে।

আলোক-আলেখ্য তব আত্ম-বিবরণ,
'একাল ও সেকালে'র দর্পণ উজ্জ্বল,
ইতিহ অভাব বঙ্গে করিয়া পূরণ,
—হে মনস্বী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মাত্মা, সরল,—
তোমার জীবন-কথা রাখিবে স্মরণ,
স্বদেশ-প্রেমিক তুমি, সুহৃদ্-বৎসল।

তর্পণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর　　বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　　অক্ষয়কুমার দত্ত

কালীপ্রসন্ন ঘোষ　　যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপেক্ষিতা বঙ্গভাষা মলিনা দুঃখিনী,—
কৈশোরে স্থবিরা যেন, ছিল ক্ষুণ্ণ মনে;
ঝলকি' উঠিল বালা, তোমার যতনে,
ইন্দিরার শ্রীতে যেন হইয়া মোহিনী।
ভ্রমর রাজিল নেত্রে, খেলিল রোহিণী
বিম্বাধরে, কুন্দ-কলি ফুটিল দশনে,
হৃদয়-বারুণী-তটে পিক-কুহরণে
চমকি' গাহিল বালা অপূর্ব্ব রাগিণী!

সে গানের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে শুন
মেঘমন্দ্রে সপ্তকোটী হৃদয়-মন্দিরে,
তিন গ্রামে সপ্তস্বরে হইয়া বিরাট্।
কি আনন্দে—কি লাবণ্যে, প্রাণ পেয়ে পুনঃ,
হের হাসিতেছে দেবী, ভাসি' আশা-নীরে,
হে বঙ্গের চিরধন্য সাহিত্য-সম্রাট্!

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

গদ্য-গঙ্গা বহেছিল যবে স্রোতধারে,
কেহ লয়ে গেল তারে শ্যামক্ষেত্র মাঝে,
কেহ গিরিপথে, কেহ মানব-সমাজে ;
তুমি লয়ে গেলে ভক্তি-যতনে তাহারে
সুগন্ধে আকুল পুষ্প-বীথিকা মাঝারে,
চিন্তার লহরী যথা চন্দ্রিকার সাজে,
আবেগ-বিহ্বলা হয়ে কলতানে বাজে—
ভাবের বহিত্র দোলে, মলয়-সঞ্চারে।

ভাষা, তব বাগ্মিতার জোয়ার-পরশে,
ছুটিল পুলিন-প্লাবি স্রোতে খরতর,
কভু বা গভীর খাতে—সুমন্দে হরষে।
ভাষার সে নৃত্যলীলা—বৈচিত্র্য সুন্দর,
ভুলিবে না কেহ তব, কভু কালবশে,
হে বরেণ্য, সাহিত্যের "বান্ধব" অমর !

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্রূপের তীব্র কশা শক্তিমান্ করে,
অপাঙ্গে ব্যঙ্গের হাসি, সুতীক্ষ্ণ প্রেক্ষণ,
পরিহাস মূর্ত্তিমান, রসাল বচন,
আবির্ভূত হয়েছিলে বাণীর আসরে।
সাহিত্য সরস করি' রহস্য-নির্ঝরে,
স্বেচ্ছাচার কপটতা করিতে শাসন,
প্রকৃষ্ট উপায় তুমি করিলে রক্ষণ,
ব্যঙ্গের অমোঘ কশা সিদ্ধ-হস্তে ধরে'।

'কল্পতরু'-'পঞ্চানন্দে,' 'ভারত-উদ্ধারে,'
আপনার একদিক্ তুমি যে দেখালে,
অধীর করিত কেন ভণ্ডতা তোমারে,
সে দিক্ রাখিয়া গেছ চক্ষু অন্তরালে।
তোমা সম একনিষ্ঠ সত্যে—ধর্ম্মাচারে,
মাতৃভক্ত, বিদ্যোৎসাহী, বিরল একালে।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

একাগ্র সাহিত্য-সেবী, মনস্বী, ধীমান্,
দীর্ঘকাল শ্রমসাধ্য সাধনার ফলে,
ইতিহাস লেখকের, বঙ্গে, শীর্ষস্থলে
স্থাপিয়াছ নিজ নাম, করিয়া সন্ধান
বিস্মৃত-কাহিনী কত ত্যাগের মহান্,
প্রচারি' তাঁদের কথা, বিদ্যার্থি-মণ্ডলে
অতীত ভারতে যাঁরা যশোমাল্য গলে
দিল প্রাণ রক্ষিবারে মনুষ্যত্ব—মান।

ইতিহাস-সঙ্কলনে আগ্রহ-আদর,
"সিপাহি যুদ্ধ"ই তব করেছে জাগ্রত।
রচনার যশ তব—মনোজ্ঞ, ভাস্বর—
ওজস্বী ভাষার গুণে রবে অব্যাহত।
তোমার স্বদেশ-ভক্তি, গভীর প্রখর,
সফল করেছে তব, বাণী-সেবা-ব্রত।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

জাতিদৈন্যে বিক্ষোভিত হৃদয় তোমার,
জন্মভূমি সেবিবারে হইয়া চঞ্চল,
পথান্তর নাহি দেখি' প্রশস্ত সরল,
মাতৃভাষা-সেবা পথ করি মূলাধার,
স্বসাহিত্যে বীরপূজা করিলে প্রচার ;
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, স্বদেশ-বৎসল,
আত্মত্যাগী বীর-চিত্র—মহান্, উজ্জ্বল,
দেখালে আদর্শ কত, ইষ্ট-সাধনার।

কি জ্বলন্ত ভাষা তব, প্রাঞ্জল, মধুর,
কি সুন্দর বাক্য-চিত্র, বিশদ বর্ণন,
হৃদয়ে বাজিত তব কত উচ্চ সুর,
রহিবে তাহার সাক্ষ্য সে "আর্য্যদর্শন"
—যার সুরভিতে বঙ্গবাণী ভরপুর—
পূজার নির্ম্মাল্য তব—হৃদয়-দর্পণ।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্ধ্যার সীমন্তে, স্বচ্ছ গাঢ় নীলিমায়,
একটি সিন্দূর-বিন্দু—তারকা বিমল,
যেমন উজলি' দিক্ করে ঝল্‌মল্‌,
শত তারা ম্লান হয় সে দীপ্তি প্রভায়,
সাহিত্যের মধুমাসে, তেমনি শোভায়
রাজিল একটি লতা, নিকুঞ্জে শ্যামল,
পত্র পুষ্প ফল তার সকলি উজ্জ্বল,
"স্বর্ণলতা" সে যে, তা'র তুলনা কোথায়!

বাঙ্গালার বায়ু জলে পুষ্ট সেই লতা,
কিশলয়ে-ফলে-মূলে পরিচিত স্বাদ,
অথচ সর্ব্বাংশে তার চির-নবীনতা।
"কল্পলতা" সে যে তব, বাণীর প্রসাদ!
এক অর্ঘ্যে তাই তুমি পেলে অমরতা,
সে ত সু-"অদৃষ্ট"—নহে "হরিষে বিষাদ"।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়　　মধুসূদন দত্ত　　নবীনচন্দ্র সেন

গিরীশচন্দ্র ঘোষ　　দ্বিজেন্দ্রলাল রায়　　৫৫ পৃঃ

কবি ও নাট্যকার।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ছিল হেন যুগ, যাহে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ
বাঙ্গালা ভাষায় নাহি ধরিত লেখনী,
মাতৃভাষা-চর্চ্চা, হেয়, লজ্জাকর গণি!
সেই নিন্দ্য লোকাচার, করিয়া লঙ্ঘন,
মাতৃভাষা-হিত যাঁরা করেন সাধন,
সে সবার মধ্যে তুমি বরেণ্য অগ্রণী—
হে উদার, কবিবর, অধ্যাপক-মণি,
শিশু-শিক্ষা-সাহিত্যের স্রষ্টা মহাজন।

প্রভাত-বন্দনা তব পাখী-কলরব—
সাহিত্যের নবযুগ-আবাহন-গান;
তোমার দৃষ্টান্ত হেরি, হে বিপ্রগৌরব,
নারী বিদ্যালয় পেলে উৎসাহ—সম্মান।
যুগ-অগ্রগামী তব মানস-সৌরভ,
প্রসন্ন করেছে খিন্ন সমাজের প্রাণ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

কৌলীন্য প্রথার চিত্র—হৃদি-বিদারক—
অঙ্কিত করিয়া তুমি দীপ্ত বর্ণরাগে
ধরেছিলে সমাজের নয়নাগ্রভাগে—
সেই চিত্র বাঙ্গালার প্রথম নাটক।
শ্লেষ-ব্যঙ্গ-পরিহাস রস-উদ্দীপক
তোমার বাক্যের শর মর্ম্মে মর্ম্মে লাগে,
সমাজের ক্ষত আশু প্রতিকার মাগে,
নাটক রচনা তব হয়েছে সার্থক।

'নাটুকে' উপাধি তব গৌরবের বটে,—
কুলীন কন্যার তপ্ত-নয়ন-আসার
মুছাতে যে আন্দোলন বঙ্গদেশে রটে,
মূল তা'র সুবিখ্যাত নাটক তোমার;
ক'জনার রচনার সে সৌভাগ্য ঘটে—
হে পণ্ডিত, সুরসিক, আদি নাট্যকার?

মধুসূদন দত্ত।

কাব্য-কুঞ্জে, বাঁশরীই বাজিত সতত,
অনুকারী বাঙ্গালীর নারী-কণ্ঠ ক্ষীণ;
তুমি সেথা ঝঙ্কারিয়া দিলে রুদ্রবীণ,
দেখাইতে, বীণা-তন্ত্রী শক্তি ধরে কত।
গম্ভীরে অম্বরে যেন মেঘনাদ শত—
গর্জ্জিয়া উঠিল বীণ, মধুরে কঠিন,
জানাইল বঙ্গবাণী নহে কভু হীন,
প্রাণে তার আছে বজ্র—শব্দ অনাহত।

তোমার সে মেঘরাগ, তানে মূর্চ্ছনায়
কণ্ঠে দিল ভাষা, যাহে স্বদেশ-জীবন,
সম্মিলিত গৌড়জন হৃদয়ে আত্মায়,
ঘোষণা করিল তা'র নব জাগরণ।
তোমার সে রুদ্রবীণা বাজেনি বৃথায়,
হে বরেণ্য মহাকবি, শ্রীমধুসূদন।

দীনবন্ধু মিত্র।

স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত মুক্ত রহস্য-ধারায়
নাটকের পাত্র পূর্ণ করি,' মুক্তকরে
বিতরিলে হাস্য-সুধা বঙ্গ-নারী-নরে,
তপ্ত অশ্রু কখন বা মিশাইয়া তায়।
সেই অশ্রু ঝরেছিল, ক্ষোভে ও ঘৃণায়,
ভাসাইতে বঙ্গ হ'তে যত নীল-করে
—নিঃসহায় উৎপীড়িত আর্ত্ত রক্ষা তরে—
করুণ-রসের তব শ্রেষ্ঠ রচনায়।

নাটকের অভ্যুদয় তোমারি কল্যাণে,
তোমার যে নাট্যকলা বিধিদত্ত বর।
তব সৃষ্ট চরিত্রের ভূমিকা-সোপানে,
গিরীশ-অর্দ্ধেন্দু, বঙ্গে নটরাজেশ্বর।
সাহিত্যে তোমার নাম গ্রথিত পাষাণে,
হে নমস্য নাট্যকার, রসিক-প্রবর।

তর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র　　　বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

রাজকৃষ্ণ রায়　　　৫৯ পৃঃ।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

বাণীর নিভৃত কুঞ্জে স্তিমিত নয়নে,
আজীবন থাকি' মগ্ন সারদার ধ্যানে,
আবেশ-বিহ্বল মনে, প্রেমরাগ প্রাণে,
কি গান গাহিলে তুমি সৌন্দর্য্য-স্বপনে—
দুঃখেরে বরিয়া হৃদে, নারী-ভক্তি সনে!
যে উচ্ছ্বাস রসসুধা ক্ষরিছে সে গানে—
ছন্দে, সুরে, বাক্যে, ভাবে মিলিয়া সুতানে,
জানে, তব গুণ-মুগ্ধ কাব্যামোদী জনে।

সে গানের মধুবর্ষী সুরে তুলি' তান,
"রবীন্দ্র" কবীন্দ্র আজি, "অক্ষয়" অক্ষয়।
যত দিন রবে ভাষা, তোমার সে গান
গৌরবে গাহিবে তব কবিত্বের জয়,
—জীবনে যদিও তুমি যাচ' নাই মান—
হে বাণীর বরপুত্র স্বপ্ন-শক্তিময়।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

তুমি গেয়েছিলে গীত পবিত্র মহান্
"মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার"
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।
যে নারী, সমাজ-শোভা-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রাণ,
মানব মনের তৃপ্তি পুণ্যের নিদান,
"সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,"
"রাস-রসময়ী রাধা প্রেমিক আত্মার,"
সে নারীর স্তোত্র, তুমি করেছিলে গান।

সে নহে প্রেমের গান, কোকিল-কূজন,
সে নহে দেবীর স্তব, সাধক-সঙ্গীত,
নারীর মাহাত্ম্য সে যে অধ্যাত্মবর্ণন,
প্রাণের গভীর ভাষা, হৃদয়-শোণিত—
বীণার ঝঙ্কারে মিলি' মৃদঙ্গ-বাদন,
অপূর্ব্ব পাবন গীত, প্রশংসা-অতীত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের জড়নিদ্রা ভঙ্গ কামনায়,
গেয়েছিলে তুমি উচ্চ উদ্দীপনা গান।
দেব-হিতে দধীচির মহা আত্মদান,
রুদ্রপীড়-মৃত্যু কথা, প্রদীপ্ত ভাষায়
—জাগাইতে তেজ-মান বাঙ্গালী হিয়ায়—
বলেছিলে তুমি, রচি' কাব্য সুমহান
বীর রসে, নানা ছন্দে, ভাবে গরীয়ান,
হৃদয়ের তূর্য্যধ্বনি ভবিষ্য-আশায়।

দেশ-মাতৃকার করি' অকালে বোধন,
সাফল্যের বরমাল্য পরনি' গলায়;
বাণীব্রত কিন্তু তব হয়েছে সাধন,
মহাকবি, চিরপূজ্য তুমি বাঙ্গালায়।
ভাগ্যচক্রে, অন্ধে দৈন্যে, ত্যজিলে জীবন,
ভারতী-প্রসাদ-সুখ, ভুঞ্জ, অমরায়!

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

স্বর্ণ-রেণু গীত কত, নাট্য প্রহসন,
বহিয়া তরঙ্গভঙ্গে আনি অবিরল
ফুটায়েছে রঙ্গঃসরে ফুল্ল শতদল,
তোমার কবিত্ব ধারা মুক্ত প্রস্রবণ—
নাটকীয় প্রতিভার দীপ্ত নিদর্শন।
কমল-হীরকে তুমি কর ঝল্‌মল্—
বহে বায়ু চিরানন্দ, ঢালে পরিমল,
হাসে রঙ্গলক্ষ্মী, তব সাধনার ধন।

তোমার চৈতন্য, বুদ্ধ—ভক্তির প্লাবন,
পশুপতি-দক্ষ-আদি অভিনয়-স্মৃতি,
ইতিহ, সমাজ-চিত্র—জীবন্ত নাটক,
রামায়ণ-'ভারতের কথা সনাতন,
অম্লান রাখিবে তব সুনাম সুকৃতি—
হে বঙ্গের নট-গুরু, কবীশ, সাধক।

নবীনচন্দ্র সেন।

গৈরিক নিঃস্রাব সম জ্বলন্ত-ভাষায়
জাতীয় কলঙ্ক কথা, মর্ম্মান্তিক দুঃখে,
গায়িলে আবেগে তুমি, উচ্ছ্বসিত বুকে,
'পলাশীর যুদ্ধ' ছলে, শোকের গাথায়।
দেশভক্তি-রূপান্তর স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠায়
উদ্বোধিত হয়ে তুমি, কি প্রশান্ত মুখে
গায়িলে শ্রীকৃষ্ণ-কথা রসোল্লাস সুখে,
ঝঙ্কৃত বীণার তানে, মুগ্ধ মহিমায়।

রক্ষিলে বঙ্গীয় কাব্যে তুমি, আর্য্যভাব,
প্রকাশিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব, মহাভারতের।
যৌবন-আবেগ হয়ে ভক্তিতে বিলয়
প্রতিষ্ঠা করিল তব কবিত্ব-প্রভাব।
কৃষ্ণভক্ত কবি তুমি, শ্রেষ্ঠ এ যুগের—
কবিত্বের কীর্ত্তি তব, ভাস্বর—অক্ষয়।

রাজকৃষ্ণ রায়।

প্রমাণ করিতে নিজ দুর্ভাগ্য জীবনে
ভারতী ও কমলার অলঙ্ঘ্য বিবাদ
—কি কঠোর সত্য তাহা নহে তা' প্রবাদ—
এসেছিলে তুমি কি গো ভারত ভুবনে ?
বাণীর অকুণ্ঠ কৃপা, অজস্র বর্ষণে
নারিল ঘুচাতে তব কুগ্রহ প্রমাদ ;
ব্যর্থ করি ভারতীর শুভ আশীর্ব্বাদ,
বিকালে অমূল্য রত্ন, লক্ষ্মীর ছলনে !

রসাল, সরল, দ্রুত রচনা তোমার
বর্ষি' রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব উন্মাদনা,
অর্পিয়াছে বাণীপদে শত উপহার—
রামায়ণ-'ভারতের নবীন সাধনা,
অবসরে যত্নে গাঁথা কবিতার হার—
ভারতী-কৃপার স্ফুট অভ্রান্ত দ্যোতনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ব্যঙ্গ-পদ্যে, শুভ্রশুচি পরিহাস-গানে
অতুলন, দেখায়ে সমাজ ক্ষত শত,
রত্নোজ্জ্বল-ছত্র-গদ্যে, মুক্তা-শ্লোকে কত,
কবিত্ব-মণ্ডিত নাট্যে, বিকশিয়া প্রাণে
কি মহত্ত্ব ভ্রাতৃপ্রেমে, ত্যাগে, আত্মদানে,
বীরধর্ম্মে, সাধনায় পরহিত-ব্রত,
প্রাণ-ঢালা গীতে করি' দেশাত্মা জাগ্রত,
'মানুষ' গড়িতেছিলে, বঙ্গের সন্তানে।

অকস্মাৎ স্তব্ধ করি' স্তোত্র সুগম্ভীর,
ফেলিয়া 'ভারতবর্ষ'—'জন্মভূমি'—'দেশ'—
আরব্ধ বাণীর ব্রত, করিলে প্রয়াণ
কোথা তুমি, কলকণ্ঠ, কবিকুল-বীর,
রাখি চিরস্মৃতি হায়! সঙ্গীতের রেশ্,—
হে রসিক, হে ভাবুক, হে স্বদেশ-প্রাণ!

রজনীকান্ত সেন (কান্তকবি)।

নীরব সে পিকরব, পঞ্চমের তান!
কলকণ্ঠে অতর্কিতে কে হানিল বাজ?
গায়িতে গায়িতে পিক, কেন হায় আজ
লুটায়ে পড়িল ভূমে—থেমে গেল গান!
স্মরিলে তোমার কথা কেঁদে ওঠে প্রাণ—
হাসিতে বাঁশীতে তুমি, হে রসিক-রাজ,
দুদণ্ড আলাপে বাঁধি, বাঙ্গালী সমাজ
চির প্রেম-ডোরে, কোথা হলে অন্তর্দ্ধান!

আর না শুনিবে কেহ সে 'অমৃত' 'বাণী'—
দেশব্রত গায়কের হৃদয়ের স্বর,
ভক্তি সাধনার মন্ত্র—'অভয়া' 'কল্যাণী'।
কিন্তু সেই সুরে ভরে আছে বায়ুস্তর,
সে বায়ু সেবনে পুষ্ট বাঙ্গালার প্রাণী
'কান্ত কবি' স্মৃতি করি' রাখিবে অমর।

তর্পণ

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হরিনাথ দে	কালীকৃষ্ণ মিত্র (মৃত্যুশয্যায়)
বিনয়কৃষ্ণ দেব	মহেন্দ্রলাল সরকার	কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৭ পৃঃ।

সমাজ-হিতৈষী।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

নদীয়ার রাজা তুমি গুণী, জ্ঞানবান্,
কবির সম্মান-দাতা, পণ্ডিতপালক,
রসগ্রাহী, সদাশয়, সজ্জন-সেবক,
কেবা ছিল বঙ্গদেশে তোমার সমান ?
রাজার কর্ত্তব্যে তব ছিল উচ্চ জ্ঞান,
গুণের আদর তুমি জানিতে সম্যক্,
প্রতিভা পালনে তব হইত পুলক,
নৃপতি- আদর্শ তুমি বাঙ্গালী প্রধান।

কোথায় ভারতচন্দ্র, কোথা বাণেশ্বর,
নাহি সে গোপাল ভাঁড়—রসিক সম্রাট্,
কোথা তব সুধী-সভা "পঞ্চরত্ন" আজ,
নাহি সে "প্রসাদ কবি"—সাধক প্রবর।
কিন্তু স্মৃতিমাঝে রাজে সে চাঁদের হাট,
বঙ্গের 'বিক্রমাদিত্য' তুমি মহারাজ।

রাণী ভবানী।

সে দেশে জন্মেছি মনে ভাগ্য বলে' মানি,
যে দেশে স্বনামধন্যা—নারী অনুপমা,
দয়া, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা,
আদর্শ দেখাতে সবে একাধারে আনি'
পাঠালে তোমারে বিধি, করি রাজরাণী—
প্রজার মাতৃকা মূর্ত্তি, সংসারের রমা,
পরার্থে জীবিতা, নিজে সন্ন্যাসিনী সমা—
কাশীধামে অন্নপূর্ণা—বঙ্গে মা ভবানী।

তীর্থে, ধর্ম্মে, দানে, পুণ্যে, নারীর কল্পনা,
কি পবিত্র মহনীয় বিরাট্ আকারে,
সূক্ষ্মদর্শী সুনিপুণ শিল্পীর রচনা
হতে শ্রেষ্ঠতর রূপে বিকশিতে পারে,
প্রত্যক্ষ দেখায়ে গেছ, হে বঙ্গ-ললনা,
প্রাতঃস্মরণীয়া তুমি, প্রণমি তোমারে।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)।

যত দিন মোহমদে মত্ত থাকে মন
ততদিন ভোগসুখে লোকে ভুলে রয়,
কিন্তু প্রাণে ধর্ম্মভাব হইলে উদয়
ধূলি সম ভাবে মন মান্য ধন জন।
রাজার ঐশ্বর্য্য সুখ বিলাস ব্যসন
মৃগতৃষ্ণা ভাবি' তাই, ত্যজি সমুদয়,
বরিলে বৈরাগ্যে তুমি চির শান্তিময়,
ত্যাগ পথে উজলিলে মানব জীবন।

সার্থক হইল তব তীর্থ-অভিযান ;
বৈরাগী বৈষ্ণব কত, দীন নিঃসম্বল,
লভিছে প্রত্যহ তব কুঞ্জে অন্নদান ;
বৃন্দাবন ধাম তব কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল,
প্রবাসী যাত্রীরা তব করে গুণ-গান,
চিরধন্য পুণ্য তব—বৈরাগ্য সফল।

রামদুলাল সরকার।

সুদুর্লভ সততায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে,
অতি হীনাবস্থা হ'তে হ'য়ে ক্রোরপতি,
বণিক্-সম্রাট্ বঙ্গে, ধার্ম্মিক, সুমতি,
ঐশ্বর্য্যে গৌরব দিয়া, গেছ তুমি চলে।
বাণিজ্যে বাঁধিয়া লক্ষ্মী, নিজ গৃহস্থলে
প্রসাদ বিলা'তে তাঁ'র ছিল না বিরতি।
সৌহার্দ্দ দেখায়ে বিশ্ব-মানবের প্রতি—
সুনাম-সুকৃতি-মাল্য পরে' গেছ গলে।

অন্ন-বস্ত্র-অর্থদান, ক্ষমা কৃতজ্ঞতা,
পরদুঃখ-কাতরতা, সৌজন্য, বিনয়,
পত্নী-ভাগ্য, সাধু-যোগ্য দয়া বদান্যতা,
বিলাসে অনাস্থা, ভক্তি, অধর্ম্মের ভয়—
বিজড়িত স্মৃতি তব চরিত্রের কথা
মহনীয়, শিক্ষার্থীর মঙ্গলনিলয়।

রামরতন রায়। *

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তুমি নিজ ক্ষমতায়
দমন করিয়া দর্পে পরস্বাপহারী
দুর্দ্দান্ত তস্কর দস্যু নরহত্যাকারী,
দুর্জ্জয় 'রতন রায়', খ্যাত বাঙ্গালায়।
দুর্ব্বলের ছিলে তুমি প্রবল সহায়,
কাশী-বাসী বিপর্য্যস্ত বঙ্গ নর-নারী,
'গুণ্ডা' ভয়ে শান্তি পেয়ে কল্যাণে তোমারি,
কৃতজ্ঞ অন্তরে তব যশোগান গায়।

দুষ্টের শাসন আর শিষ্টের পালন,
সমাজ রক্ষার তরে কর্ত্তব্যের সার—
সেই পুণ্যকর্ম্ম তুমি করিয়া সাধন,
না ডরি' শত্রুর হস্তে হত্যা অত্যাচার,
ধন্য করে গেছ তব বাঙ্গালী জীবন—
ঝরে তব স্মৃতি' 'পরে ভক্তি পুষ্পাসার।

* নড়ালের রতন রায়।

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

ঘনপত্র সমাচ্ছন্ন তরু-অন্তরাল
হ'তে আসি' অবিরাম পাপিয়ার তান
স্বরলহরীতে যথা পূর্ণ করে প্রাণ,
মনে হয়, পক্ষী নয়—স্বর ইন্দ্রজাল
রেখেছে লুকায়ে বুকে বিটপী বিশাল।
তেমনি অস্তিত্ব অন্য না করি সন্ধান,
জানিত তোমাকে লোকে মূর্ত্তিমতী দান—
ভূতলে কমলা ভাবি পূজিত কাঙ্গাল।

যেথা দুঃখ, যেথা দৈন্য, যেখানে অভাব,
আসিত তথায় তব কৃপা আশীর্ব্বাদ।
ঘোর নিরাশায় করি তব দয়ালাভ
দূরে যেত অবিশ্বাস ক্লেশ অবসাদ।
তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি স্বর্ণময়ী
জাগিছে বাঙ্গালী প্রাণে হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়ী!

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। (২)

জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, বহু তপস্যায়
ব্রাহ্মণের পুণ্যার্জ্জিত যে পুরুষকার
তুষারে জমিয়া ছিল হৃদয়ে তোমার,
বিধবার তপ্তশ্বাস বিগলিয়া তায়
উৎসারিল মহোচ্ছ্বাসে করুণা ঝরায়।
লঙ্ঘি' দেশাচারগিরি, শাস্ত্রের প্রাকার,
সে প্রপাত বারিরাশি, লভিয়া বিস্তার,
সৃজিল দয়ার সিন্ধু আর্ত্তের সহায়।

সেই নীরে কত কবি বিশুষ্ক রসনা
আর্দ্র করি, মধুকণ্ঠে পূজিল ভারতী,
সে বারি পরশে কত প্রতিভার কণা
অঙ্কুরিত হয়ে হ'ল রম্য বনস্পতি—
কত অশ্রু ধুয়ে গেল, জুড়াল বেদনা,
রাজিল রসালে পুনঃ লুণ্ঠিতা ব্রততী।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

তোমার দৃষ্টান্ত হেরি শিখুক উচ্চাশী ;
হীন দশা হতে উঠি' সমুচ্চ আসনে,
কেমনে সার্থক তুমি করিলে জীবনে,
প্রদর্শিয়া মানবের শ্রেষ্ঠ গুণরাশি।
সব যায় কীর্ত্তি থাকে, কীর্ত্তি অবিনাশী ;
অলঙ্কৃত করি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে,
প্রথমে তুমিই তব দেশ-ভ্রাতৃগণে,
ধন্য করে গেছ চলি' কাল-স্রোতে ভাসি'।

ব্যবহারাজীব হয়ে উচ্চনীতি জ্ঞানে
কয়জনে তোমা সম মিথ্যা পরিহারে
সত্যের সহায় হয় স্বার্থ বলিদানে ?
সেই ধর্ম্ম-বুদ্ধি হেতু আজিও তোমারে,
স্থাপিয়া রেখেছে লোকে আদর্শের স্থানে,
বদান্যে, সৌজন্যে, তুমি বরেণ্য সংসারে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক।

ঐশ্বর্য্যের লীলা ক্ষেত্র এ মহা নগরে
নাহি কোন অন্নসত্র, কুঞ্জ, পীঠস্থান,
বহুজনে নিত্য যেথা হয় অন্নদান,
হেরি নভস্থল হতে, বিষণ্ণ অন্তরে,
ধনীর ভবন খুঁজি তন্ন তন্ন করে,
রক্ষিতে হিন্দুর দেশে লক্ষ্মীর সম্মান,
উরিলেন অন্নপূর্ণা—তুমি পুণ্যবান—
তোমার আলয়ে—তব সুকৃতির বরে।

রাজধানী শোভা তব স্ফাটিক প্রাসাদ—
স্থপতি ভাস্কর শিল্পে আঁখি বিমোহন;
সে শোভা বর্দ্ধিত করে দেব আশীর্ব্বাদ—
যখন অতিথিগণ আসি' অগণন,
অঙ্গনে গ্রহণ করি' ভোগান্ন প্রসাদ,
জগন্নাথে ভক্তি তব করয়ে স্মরণ।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

গুণিজন গুণগ্রাহী, নিজে গুণবান্,
সাহিত্যের অনুরাগী, সাহিত্য-সেবক,
নাট্যকলা উৎকর্ষের বিশিষ্ট সাধক,
কবিজন বন্ধু, দাতা, বিনয়ী, শ্রীমান্,
উচ্চাঙ্গ ললিত-কলা উৎসাহী—প্রধান,
সুবিখ্যাত কলাবৎ গায়ক বাদক,
অনেকেরি ছিলে তুমি বান্ধব—পালক,
আশ্রিতের অন্নদাতা, লক্ষ্মীর সন্তান।

এ মহানগরী তুমি করি অলঙ্কৃত
ধনে-মানে বাঙ্গালীর সমুচ্চ আসনে—
রাজ-সম্মানের ছিলে শীর্ষে অধিষ্ঠিত।
মনে পড়ে সে সৌজন্য বাণী-সেবী জনে,—
জীবন-সন্ধ্যায় যবে জরায় পীড়িত,
তখনো আসিতে তুমি 'পূর্ণিমা মিলনে।'

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল)।

একদিকে হেরি—তুমি পল্লীবাসী বীর,
অরি তব, দেশমান্য ভূস্বামী, প্রবল—
তুমি অতি নিঃসহায়, সাহস-সম্বল,
কিন্তু সে অসম-রণে না হয়ে অধীর,
'যেথা ধর্ম্ম সেথা জয়' জানি মনে স্থির,
শত্রু মাঝে একারথী—নির্ভীক অটল,
দেখালে বিচিত্র বীর্য্য, সামর্থ্য, কৌশল,
রক্ষিতে প্রজার স্বত্ব—কৃষাণ কুটীর।

অন্যদিকে হেরি—তুমি বাউল—কাঙ্গাল,
মগ্ন হয়ে আছ কভু পরমার্থ গানে,
কভু ছিঁড়িবারে মায়া—সংসারের জাল,
খুঁজিছ মুক্তির পথ—মজি তত্ত্ব-জ্ঞানে।
এক করে করবাল, অন্যে একতারা,
স্মরিলে তোমার মূর্ত্তি হই আত্মহারা!

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।*

সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জ্জনে মিশি' ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি আবেগ মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে, অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস,
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।

তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, করেছিল রোধ;
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত করেছে, আর্য্য-মহত্ত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ-শোধ।

---

* কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

(ভাই) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

তব আত্মোন্নতি কথা মহা শিক্ষণীয় ;
প্রথমে বক্তৃতা চেষ্টা—বিফল উদ্যম,
পরে বাগ্মিতার লাভ—মনোজ্ঞ চরম,
জ্ঞানের উৎকর্ষ তব—চেষ্টায় স্বকীয় ;
ভাষার মাধুর্য্য সৃষ্টি—শ্রুতি-সুখ-প্রিয়,
ধর্ম্মনীতি-প্রচারের শক্তি অনুপম,
রচনার পরিপাট্য, ধর্ম্ম-হিতে শ্রম,
সকলি শিক্ষার কথা আদর্শস্থানীয়।

বরণীয় তুমি নহ শুধু সে কারণে,
প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি অক্লান্ত আয়াসে
বিশ্ব-বিদ্যালয়-ছাত্র মিলন-মন্দির *
গেঁথে গেছ নাম তব লোকের স্মরণে
—বাঁধি' ছাত্রগণে চির কৃতজ্ঞতা পাশে—
হে বিশ্ব-বিশ্রুত বাগ্মী, ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীর!

---

* কালকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট্।

রমেশচন্দ্র মিত্র।

ভারতের উচ্চতম বিচার আসনে
বসিবার অদ্বিতীয় সৌভাগ্য-সম্মান
লভি', বঙ্গ জননীর তুমি সুসন্তান
ভুলনি' দেশের সেবা, দীন দুঃখীজনে।
সত্যনিষ্ঠা, সুসাহস, পরীক্ষার ক্ষণে
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তুমি ধীমান্, বিদ্বান্,
গম্ভীর, বিনয়ী, দাতা, হে চরিত্রবান্,
গৌরব ঢালিয়া গেছ বাঙ্গালী জীবনে!

এ সংসারে কত লোক নিত্য আসে যায়,
তা'র মধ্যে ক'জনের কথা লোকে ভাবে
জীবলীলা সাঙ্গ করি' লইলে বিদায়?
তুমি গেছ, স্মৃতি আছে, কভু নাহি যা'বে,
কর্ত্তব্যে উচ্চাশী যেবা হ'বে বাঙ্গালায়,
সগৌরবে তব নাম মুক্তকণ্ঠে গা'বে।

মনোমোহন ঘোষ।

নিঃসহায় বিপন্নের কাতর আহ্বান
শুনিলে ধাইতে তুমি বদ্ধ-পরিকর,
বিজ্ঞতায় বাগ্মিতায় তুঙ্গ মহীধর,
কুচক্রের লৌহজাল করি খান্ খান্,
অজ্ঞ বিচারকে দিতে আইনের জ্ঞান।
নির্দ্দোষেরে দণ্ড হ'তে দিয়া অবসর,
শক্তির সদ্ব্যয়ে হ'তে কৃতার্থ অন্তর—
তুচ্ছ গণি' স্বার্থ-চিন্তা—হৈম মূল্যদান।

গায় পাখী, ফোটে ফুল—বিলায় সুবাস,
মুক্ত বায়ু বহি' নিজে চরিতার্থ হয়;
তুমিও জীবনে দিলে সে প্রেম আভাষ—
এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—বিপণি ত নয়!
তোমার আদর্শ বঙ্গে হউক বিকাশ,
পরার্থ-সাধনা নহে স্বার্থ-অপচয়।

মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব।

শত্রুকেও দয়া তব, সৌজন্য, বিনয়,
দাতব্য-সমিতি—যা'র গঠন পালন
শোভাবাজারের শোভা করেছে বর্দ্ধন—
সেই প্রীতি-স্মৃতি যদি কালে লুপ্ত হয়,
তথাপি তোমার নাম, হে রাজতনয়!
বাঙ্গালীর মনে সদা রহিবে স্মরণ—
'সাহিত্য সভা'র তুমি করেছ স্থাপন
'পরিষদ্' সৃষ্টি তব সুকীর্ত্তি অক্ষয়।

ওই দেখ, বঙ্গবাণী পূজার মন্দির
গঠিত হয়েছে! সেথা শত উপচার
আসিতেছে ভক্তিমান্ সাহিত্য-সেবীর;
সফল হয়েছে শুভ সঙ্কল্প তোমার—
উদ্ধার হতেছে কত দুর্ল্লভ পুঁথির,
বঙ্গসাহিত্যের নিত্য বাড়িছে প্রসার।

তর্পণ

১ রাধাকান্ত দেব — কালীপ্রসন্ন সিংহ

৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্র — রমেশচন্দ্র দত্ত

৮৩ পৃঃ।

শাস্ত্র-প্রকাশ হিতৈষী।

রাজা রাধাকান্ত দেব।

কায়স্থ সমাজ-পতি, বিদ্বান্, সজ্জন,
হিন্দুর নায়ক বঙ্গে, পণ্ডিত-পালক,
প্রাচীন-আচার-নিষ্ঠ, শিক্ষার সেবক,
বাণী-রত্ন আহরণে করিয়া মনন,
নিয়োজিত করি' বহু বিজ্ঞ সুধীজন,
বহুশ্রমে, বহুব্যয়ে, করিলে সার্থক,
তোমার বিপুল কীর্ত্তি পুণ্যের স্মারক,
শব্দকল্পদ্রুম-গ্রন্থ, অমূল্য রতন।

বঙ্গে, তব গৌরবের নাহি পরিসীমা,
মনীষি-সমাজে সবে করিছে ঘোষণা
স্বদেশে বিদেশে তব গ্রন্থের গরিমা।
বিরাট্ কল্পনা, দীর্ঘ কঠিন সাধনা,
জ্ঞান-বৃদ্ধিকল্পে, তব দৃষ্টান্ত মহিমা,
হিতকর্ম্মে রবে বঙ্গে, চির উদ্দীপনা।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে গ্রন্থ মূল্যবান,
প্রচারিয়া ছিলে তুমি বিদ্যার ভাণ্ডার—
সে নাম যে যোগ্যতর নিজেরি তোমার।
ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান,
দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান
প্রচার করিয়া তুমি বহু উপকার
করে গেছ শিক্ষার্থীর—বাঙ্গালা ভাষার;
তোমার মনীষা খ্যাতি বাঙ্গালীর মান।

গির্জ্জা-ঘরে ইংরাজিতে তোমার ভজনা
শুনি' ইংরাজেরো মনে উদিত বিস্ময়;
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তব জ্ঞান—গবেষণা
করেছিল মত তব সর্ব্বে-সর্ব্বময়;
রাজনীতি-ক্ষেত্রে তব নির্ভীক রসনা
দেশের বিপক্ষ-নীতি করিত বিলয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

হে মহামনীষি, তব উচ্চ গবেষণা
প্রত্নতত্ত্ব-তৃষা বঙ্গে করি জাগরণ,
ধ্বংসের কবল হতে করিল রক্ষণ
কত পুরাবৃত্ত, লিপি, ভাস্কর-কল্পনা,
স্থপতির কলা-কীর্ত্তি প্রতিভা, প্রেরণা।
বুদ্ধ-গয়া মন্দিরাদি করিলে দর্শন,
উৎকলের তীর্থে তীর্থে করিলে ভ্রমণ,
মনে পড়ে তব বিশ্ব-বিশ্রুত রচনা।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে তব সুনাম সৌরভ,
পাণ্ডিত্যের যশঃপ্রভা ভুবন বিস্তৃত।
মাতৃভাষা সাধনায় ছিলে না নীরব,
বঙ্গ সাহিত্যের নেতা সর্ব্ব সমাদৃত।
পুরাতত্ত্ব প্রচারের অগ্রণী গৌরব
বঙ্গে তব না হইবে কভু অপহৃত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কমলার বংশধর তুমি কীৰ্ত্তিমান্,
সুলেখক, সুরসিক, বদান্যপ্রবর,
ভারতীর মহাযজ্ঞে হয়ে অগ্রসর,
না ডরিয়া কমলার ক্ষুণ্ণ অভিমান,
করিলে সর্ব্বস্ব পণে যজ্ঞ সমাধান।
বাণীর প্রসাদে তুমি, মহাভাগ্যধর,
বিতরিয়া যজ্ঞসুধা—সদা মুক্তকর—
স্থাপিলে শাশ্বত পুণ্য কীৰ্ত্তি গরীয়ান্।

তোমার কল্যাণে পুষ্ট ভাষা এ যুগের—
মহাভারতের ভাষা প্রাঞ্জল মধুর,
হুতমের ভাষা তব উন্মুক্ত প্রাণের,
নূতন ভাষায় বাজে সেই দুই সুর।
মরতে স্বল্পায়ু তুমি—দুর্ভাগ্য বঙ্গের,—
কীৰ্ত্তিতে চিরায়ু হয়ে শোভ সুরপুর।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

তোমার স্বদেশ-প্রেমে, শ্রমে, প্রতিভায়,
লোক চক্ষে আসিয়াছে ভেদিয়া আঁধার,
প্রাচীন ভারত-চিত্র, লুপ্ত সভ্যতার।
ঋগ্বেদ প্রকাশি' তুমি পাশ্চাত্য-ভাষায়,
রামায়ণ ভারতাদি ইংরাজি গাথায়,
অতীত গৌরব করি' প্রতীচ্যে প্রচার,
উজ্জ্বল করিলে মুখ ভারত-মাতার,
লভিলে অক্ষয় যশ, স্বদেশ-সেবায়।

ইতিহাস-রাজনীতি-সাহিত্য-কমলে
ভক্তি-অর্ঘ্য দিলে দেশ-মাতৃকার পদে।
উপন্যাস-মল্লিকার মালা দিয়া গলে,
সাজাইলে বঙ্গভাষা শোভন সম্পদে।
তোমার রচনা-কীর্ত্তি, কাল-সিন্ধু জলে
অম্লান রাখিবে, তব স্মৃতি-কোকনদে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

তোমার সুকৃতি গুণে দীন বঙ্গবাসী
প্রথমে শুনিল বসি' মণ্ডপে কুটীরে
ঘটিতেছে যে ঘটনা পল্লীর বাহিরে,—
জানিতে দেশের কথা হইল প্রয়াসী।
তোমার উদ্যোগে লুপ্ত শাস্ত্র-গ্রন্থরাশি
মুদ্রাঙ্কিত—অনূদিত হ'য়ে ধীরে ধীরে,
বিরাজিছে গৃহে গৃহে মঠে ও মন্দিরে,
তোমার এ কীর্ত্তিকথা রবে অবিনাশী।

হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্ব অনুষ্ঠানে,
হিন্দুর আচার বিধি করিতে রক্ষণ,
"বঙ্গবাসী" অভিমত, শিরোধার্য্য জ্ঞানে,
হিন্দু জনসাধারণ করিত গ্রহণ।
তোমায়, সে অসামান্য সমুচ্চ সম্মানে,
স্বধর্ম্মে নিষ্ঠার পুণ্য করিল বরণ।

ডেভিড হেয়ার　　মহম্মদ মহসিন্　　বীটন্ (বেথুন)

প্যারীচরণ সরকার　　ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা-হিতৈষী।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

জ্ঞানী, মানী. অগ্রগণ্য শিক্ষা-হিতৈষীর,
মনুসংহিতাদি গ্রন্থ করিয়া প্রচার,
ব্যবহার-শাস্ত্র-জ্ঞান করিতে বিস্তার
বদান্যতা দেখাইলে উন্নত রুচির।
প্রাচীন আচার শুভ, মনে গণি স্থির,
আর্য্যভাষা শাস্ত্রমতে বঙ্গে সুশিক্ষার
সুব্যবস্থা করি তুমি স্থাপি' বিদ্যাগার,
চিরপূজ্য হ'য়ে আছ দীন বাঙ্গালীর।

ব্যবহার-জীবী,—ছাত্র, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,
দানের মহিমা তব করিছে কীর্ত্তন।
'জমিদার-সভা' বঙ্গে করি প্রতিষ্ঠিত,
প্রথম সংবাদপত্র করি সম্পাদন,
রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী সকলেরই হিত
সাধিয়াছ অকাতরে তুমি মহাজন।

মহম্মদ মহশিন্।

শুদ্ধআত্মা, ঋষি-কল্প, কর্ম্মী, দানবীর,
বাঙ্গালা-গৌরব তুমি মুসলমান-মণি,
বিলাস-ব্যসন, মান, তুচ্ছ মনে গণি,
অদৃষ্টে, ফকির থেকে হইয়া আমীর,
স্বেচ্ছায় আমীরি ছাড়ি রহিলে ফকির।
অদ্বিতীয় শাস্ত্র-জ্ঞানী পাণ্ডিত্যের খনি,
ত্যাগে, দানে, শ্রমে, তুমি দিবস রজনী,
স্বধর্ম্ম-স্বজাতি হিত সাধিলে গভীর।

কোরাণের লিপি কত তব বিতরিত,
মাদ্রাসা, ইমামবাড়ি রবে বিদ্যমান,
শিক্ষা-ধনাগার তব মহত্ত্বে স্থাপিত,
মুসলমান-শুভকর কীর্ত্তির নিশান।
হিন্দুও তোমার স্নেহে হয়নি বঞ্চিত,
হে স্বনাম-ধন্য সাধু, হে মেহেরবান্!

ডেভিড্ হেয়ার।

সাগরের পার হ'তে দেব-আশীর্ব্বাদ
মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিলে তুমি হে মহান্—
গঠিতে বঙ্গের ভাবী উন্নতি-সোপান,
বিতরিয়া প্রতীচীর বাণীর প্রসাদ।
গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের কি মধু আস্বাদ
প্রদানি' করিলে তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ—
প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নাহি কোন ব্যবধান,
এক প্রেমে বাঁধা সবে ভুলি বিসম্বাদ।

তোমার সে মহাদর্শ দয়া, মায়া, স্নেহ—
উদ্দীপিত করেছিল তব ভক্তগণে
সফল করিতে বঙ্গে তব পুণ্য-ব্রত।
সে স্বর্ণ-যুগের কথা তুলিলেই কেহ,
তোমার মধুর স্মৃতি ভেসে আসে মনে
জ্যো'স্না রাতে দূরাগত সঙ্গীতের মত।

মতিলাল শীল।

তোমার বিচিত্র কথা কত শুনা যায়,
ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সর্ব্ব সুলক্ষণ,
কুবেরের ধনভাগ্য নিজেরই গঠন,
বিপন্নের প্রতি দয়া, বিপদে সহায়,
বান্ধব বাৎসল্য কথা প্রবাদের প্রায়।
কালগর্ভে সে কাহিনী মিশিবে যখন
তখনো তোমাকে লোকে করিবে স্মরণ—
দাতব্য-কলেজ তব রবে বাঙ্গালায়।

সহস্র সহস্র ছাত্র দরিদ্র-তনয়,
বিনামূল্যে শিক্ষা পেয়ে তব বিদ্যাগারে,
জীবন-সংগ্রামে সবে অগ্রসর হয়,
কেহ বা বিজয়ী হ'য়ে নশ্বর সংসারে।
করি' তব পুণ্য-ফল ব্যাপ্ত দেশময়
নিজে ধন্য হয়—করে কৃতার্থ তোমারে।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন)।

একান্ত জননী-ভক্ত, উদার, সদয়,
বঙ্গবালা মূর্ত্তিতে কি মাতৃকার ছায়া
হেরি তুমি, বাঙ্গালীরে—ভুলি' কৃষ্ণকায়া—
বরেছিলে ভ্রাতৃভাবে ঢালিয়া হৃদয়—
উপেক্ষিয়া স্বজাতির বিরাগ দুর্জ্জয় ?
তাই কিগো বাঙ্গালীর মাতা—কন্যা—জায়া
লভিল তোমার যত স্নেহ দয়া মায়া,—
ভারতের হিতে তুমি দিলে সমুদয় ?

সে মহান্ আত্মত্যাগ, পরার্থ-সাধনা,
নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনে অক্লান্ত যতন—
স্বনাম-প্রথিত বিদ্যা-মন্দির স্থাপনা,
চিরদিন ভূভারতে রহিবে স্মরণ।
ভারত-হিতৈষী তব নাহিক তুলনা—
উৎসর্গিলে তুমি বঙ্গে অমূল্য জীবন।

রামতনু লাহিড়ী।

সঙ্গীত থামিয়া গেলে কাণে বাজে রেশ,
চম্পক শুকালে তার থাকে পরিমল,
উৎসবের পরে স্মৃতি সুখদ বিমল,
তপন ডুবিলে জাগে রক্তিম আবেশ।
মৃত্যুতে তোমারো তাই হয় নাই শেষ,
নূতন পথের যাত্রী তুমি নিঃসম্বল
মরতের ঝঞ্ঝাবাতে থাকিয়া অটল,
করে' গেছ মহত্ত্বের আদর্শ উন্মেষ।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চরিত্র-গঠন,
জীবনের ধ্রুবতারা করি' ছাত্র হিতে
পদ-মান-ধন-লিপ্সা দিয়া বিসর্জ্জন
উচ্চ-চিন্তা-রত থাকি, অচলা ভক্তিতে,
আড়ম্বর-মাত্রশূন্য যাপিয়া জীবন,
মানবের সুদৃষ্টান্ত দেখালে মহীতে।

কালীকৃষ্ণ মিত্র।

পত্রে ঢাকা চামেলীর মৃদু মধু বাস,
প্রভাত-তপন-আলো তাপ লেশ হীন,
সেতারের মীড়্‌—অতি সুকোমল ক্ষীণ,
শিশুর অঙ্গুলি স্পর্শ, মলয়ের শ্বাস,—
তোমার জীবন-কথা স্মরণ আভাষ।
আপনার হিত করি' পরহিতে লীন,
সমাজের শুভকর্ম্ম সাধি' অনুদিন,
গৃহী হ'য়ে করে গেছ ঋষিত্ব প্রকাশ।

ধর্ম্মে নিষ্ঠা ভক্তি তব চরিত্র মহিমা
কৃষিবিদ্যা নারী-শিক্ষা প্রচার সাধনা,
আর্ত্তসেবা, দীনে দান, মনীষা গরিমা
স্মরি 'সুরধুনী" গায় করি সম্বর্দ্ধনা—
"জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব বিনত,
'বারাসাতে' প্রাণরক্ষা করে শত শত।"

প্যারীচরণ সরকার।

প্রতীচী-বাণীর সনে সহচরী বেশে,
সুরা-মায়াবিনী আসি' মদির নয়নে ,
ভুলাইয়া বাঙ্গালার কৃতবিদ্য জনে,
তাণ্ডবে নাচিতেছিল যবে অট্টহেসে,
তব দৈব-মন্ত্রে তার মোহ গেল ভেসে।
সে মন্ত্র-প্রয়োগ তব—দুর্ভিক্ষ-দমনে,
বিদ্যার্থীর হিতকর্ম্মে, আসিলে স্মরণে
অভিভূত হয় মন শ্রদ্ধার আবেশে।

পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়নে, কৃষিশিক্ষা দানে,
ছাত্রাবাস-প্রতিষ্ঠায় তুমিই অগ্রণী,
স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে, রবে বঙ্গভূমি
চিরঋণী তব কাছে—ভক্তিপূর্ণ প্রাণে—
হে পরার্থ-প্রাণ, সুধী, গুরু-শিরোমণি,
দানবীর, কর্ম্মবীর, পুণ্যশ্লোক তুমি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

'পাশ্চাত্য-ভাবের পথ উন্নতির মূল'
ধ্রুব সত্য ভাবি' নব্য শিক্ষিতেরা যবে
ছুটেছিল অন্ধভাবে সেই পথে সবে,
তুমি বলেছিলে ক্ষোভে—ভাঙ্গিতে সে ভুল—
সে পথে ধাইলে হিন্দু হারাবে দু'কূল,
আর্য্যভাবে আস্থাবান্ রহিলে এ ভবে
হিন্দুর সর্ব্বস্ব—ধর্ম্ম—অবিনাশী রবে,
কল্যাণের কিছু নাহি হ'বে অপ্রতুল।

আর্য্যভাষা শাস্ত্র-ভাব ব্যাপ্তি কামনায়
মনীষা ও মনস্বিতা, কায়, মন, ধন
উৎসর্গ করিয়া সদা কার্য্যে ও কথায়
একতা দেখালে তুমি সমগ্র জীবন।
ধন্য তব মহা-দান জাতীয় শিক্ষায়—
নবভাব-প্রবর্ত্তক আদর্শ ব্রাহ্মণ!

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

খনি-গর্ভ হতে যথা মণি মনোহর,
আনিয়া দেবতা শিরে দেয় পুণ্যমতি,
প্রতীচ্য গণিতশাস্ত্র প্রাচ্য লীলাবতী,
—বাঙ্গালা ভাষায় যাহা ছিল অগোচর—
অনূদিত করি, বুধ, অধ্যাপকবর,
অর্পি' বঙ্গবাণী পদে তুমিও তেমতি,
লভিলে অক্ষয় যশ—সেকালে যেমতি
লভিলা জ্যোতিষে খনা, অঙ্কে শুভঙ্কর।

সেই শুভকীর্ত্তি তব বাঙ্গালা গণিত
—তুমিই রচিলে অগ্রে যার পরিভাষা,—
সাধিয়াছে শিক্ষার্থীর স্মরণীয় হিত।
হরিবে না সে গৌরব কাল কীর্ত্তিনাশা,
হে সাধু, তেজস্বী, দাতা, বিনয়ী, পণ্ডিত,
ছাত্র-সখা ছিলে তুমি দীন-জন আশা।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন | প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী | মুরারিমোহন গুপ্ত
রবি বর্ম্মা | গিরীশচন্দ্র ঘোষ (বেঙ্গলী সং) | গোপালকৃষ্ণ গোখলে
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় | উমেশচন্দ্র দত্ত | রমেশচন্দ্র মিত্র
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ।

তৈল চিত্র, শৈলমূর্ত্তি, স্মৃতি-সৌধ—তাজ
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কালের কবলে,
কিন্তু তুমি রেখে গেছ সুকৃতির বলে
যেই কীর্ত্তি, হে উদার দাতা-অধিরাজ,
ভূভারতবাসী উচ্চ-শিক্ষিত সমাজ,
চির বাধ্য রবে তা'র স্বর্ণময় ফলে—
সে স্মৃতি অম্লান থাকি কালস্রোত জলে
মনের মন্দিরে নিত্য করিবে বিরাজ।

কি নিঃস্বার্থ, কি বিরাট্, তোমার সে দান,
কি উদার সুমঙ্গল কামনা-মণ্ডিত!
ধন্য তুমি, সুধীজন-বন্ধু মহাপ্রাণ,
তব আদর্শের বীজ হয়ে অঙ্কুরিত,
হের আজি বঙ্গে মহাতরু ফলবান্—
বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষাপ্রবর্ত্তিত!

মহেন্দ্রলাল সরকার।

ত্যাগ করি' পুষ্পাকীর্ণ সুপ্রশস্ত পথ,
দেখিয়া সুদূরে আলো—নব জ্যোতির্ম্ময়,
ধাইলে বন্ধুর পথে, আগ্রহে নির্ভয়,
না মানি অবজ্ঞা গ্লানি প্রতিকূল মত।
দেখে গেছ সে পথের দীপ্ত ভবিষ্যৎ,
এনে দেছ আলো শুধু সেই পথে নয়,
নবীন বিজ্ঞান প্রভা যাহে ব্যাপ্ত হয়
সে কর্ম্মে অগ্রণী তুমি নিঃস্বার্থ মহৎ।

'ভারত-বিজ্ঞান-সভা' করিছে জ্ঞাপন
স্বদেশ-উন্নতি-স্পৃহা অদম্য তোমার,
চিকিৎসায় নবব্রত গ্রহণ—পালন,
প্রচারে জ্ঞানের তব উদার প্রসার।
দাও আলো, ধন্য হোক বাঙ্গালী জীবন,
বিজ্ঞানে ঘুচুক দৈন্য—যা'ক অন্ধকার।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

অগণ্য মন্দির, গড়, দীর্ঘিকা, কামান
—গৌরবের চিতাভস্ম ভগ্নস্তূপ রাশি—
তাহাও গ্রাসিতে ব্যগ্র কাল সর্ব্বনাশী—
তবু বিষ্ণুপুর আজো বাঙ্গালীর মান,
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী পীঠস্থান।
সেই বিদ্যাপীঠে যত আচার্য্য উচ্চাশী,
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-কলা-প্রচার প্রয়াসী
জন্মেছে, তাঁদের মধ্যে তুমিই প্রধান।

নিজের প্রাধান্য-হানি হইবার ভয়ে,
বদ্ধ করি' রাখ নাই জ্ঞান-গুণপনা—
যক্ষের ধনের মত বক্ষের সম্পুটে।
বিতরিয়া গেছ তাহা মুক্তহস্ত হ'য়ে,
গীত-গ্রন্থে স্বরলিপি করি' প্রবর্ত্তনা,
কণ্ঠে, যন্ত্রে, কলাবত-সঙ্কীর্ণতা টুটে।

মুরারিমোহন গুপ্ত।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-কলা পুষ্ট রাখিবার
ছিলে তুমি বহুকাল প্রধান সহায়,
সিদ্ধ হ'য়ে পাখোয়াজ-বাদ্য সাধনায়,
করেছিলে শিক্ষা-কেন্দ্র ভবন তোমার,
কলাবৎ পরীক্ষার বিশ্ব-বিদ্যাগার।
উৎসর্গ করিয়া প্রাণ সঙ্গীত-সেবায়
অক্লান্ত আয়াসে যত্নে, পরম শ্রদ্ধায়,
সদাব্রত খুলেছিলে 'সঙ্গত' শিক্ষার।

গত যুগে তব কত শিষ্য গুণবান্—
'গোপাল' 'কৈলাস' 'সত্য', স্মরণীয় নাম—
ধ্রু'পদ গায়ক সঙ্ঘে বাঙ্গালীর মান
বৃদ্ধি করি', স্মৃতি রাখি', গেছে নিত্যধাম।
সেই শিক্ষা—তব দান—থাক বিদ্যমান—
হোক পূর্ণ, হে আচার্য্য, তব মনস্কাম।

তারকনাথ পালিত।

বিজ্ঞান-উন্নতি যুগ সহগামী হয়ে
য়ুরোপ মার্কিণ ভূমি নবীন জাপান
নব নব যন্ত্রে শিল্পে সবে আগুয়ান,
দুর্ভাগ্য স্বদেশ তব গেছে পিছে রয়ে;
তাই তা'র দুঃখ দৈন্য হরণ আশয়ে
জীবনে সঞ্চিলে যাহা তুমি শক্তিমান—
ব্যবহারাজীব-শ্রেষ্ঠ, 'জেরায়' প্রধান,
সর্ব্বস্ব অর্পিলে বঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।

সে নহে ধনীর দান, প্রাচুর্য্যের কণা,
সে নহে স্বার্থের দান—মান্য যশ আশে;
সে নহে সামান্য দান, সে যে অতুলনা—
রাজার ঐশ্বর্য্য হার মানে তা'র পাশে।
সেই দানে হো'ক বঙ্গে সৌভাগ্য সূচনা,
বিজয় বাদিত্র তব বাজুক আকাশে।

আনন্দমোহন বসু।

সঙ্গীতের মত তব জীবন-কাহিনী
চিত্তের উন্নতিকর পূত মনোহর ;
প্রভাতে—ছাত্রের শ্রেষ্ঠ—প্রতিভা আকর,
মধ্যাহ্নে—প্রয়োগি শক্তি মঙ্গলদায়িনী
স্বদেশের কর্ম্মে রত দিবস যামিনী—
শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সর্ব্ব হিতকর ;
সায়াহ্নে—সর্ব্বত্র পূজ্য কর্ম্মবীরবর
হৃদয়ে স্বদেশ-ভক্তি শিক্ষা-বিধায়িনী।

পবিত্র চরিত্র তব, বিনয় নম্রতা,
বিদ্যাখ্যাতি—কেম্ব্রিজের সমুচ্চ সম্মান,
'ভারত সভা'র সৃষ্টি, নেতৃত্বে যোগ্যতা,
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় স্বার্থ শূন্য দান,
প্রখ্যাত বাগ্মিতা তব স্বধর্ম্মে মমতা,
স্মরিয়া কৃতজ্ঞ বঙ্গ করে গুণ গান।

উমেশচন্দ্র দত্ত।

বালিকার পূত হস্তে প্রাতে চয়নিত,
শারদ-শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ-পরিমল
শেফালীর শুভ্র থালি—নৈবেদ্য বিমল—
জীবন-কাহিনী তব—ব্রহ্মে নিবেদিত—
মানসে পবিত্র-ক্ষণে হয় সমুদিত।
হরিনাভি, কলিকাতা—তব কর্ম্মস্থল,
সমাজ, কলেজ তব সুনামে উজ্জ্বল,
'বামা-বোধিনী'র সেবা কা'র না বিদিত?

অপরে স্বার্থের চিন্তা লয়ে ব্যস্ত রয়।
ঘুচাইতে ব্যাধি-ক্লিষ্ট আতুরের ক্লেশ,
শোকাহত দুর্ভাগ্যের মনের নির্ব্বেদ,
বিদ্যার্থীর জ্ঞান-তৃষা, পাপীর সংশয়,
তোমার কর্ম্মের কভু নাহি ছিল শেষ—
তোমাতে ও অন্যজনে ইহাই প্রভেদ।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোমার জীবন কথা উদিলে মানসে
একটী স্মৃতিই হয় প্রধান—প্রবল,
নহে তাহা মূর্ত্তি তব—সৌম্য স্বর্ণোজ্জ্বল,
নহে জ্ঞান—দীপ্ত যাহা প্রতিভা পরশে,
নহে দেশ-সেবা—বঙ্গ পূর্ণ যেই যশে,
নহে তা' বিনয় তব—মধুর সরল,
অথবা চরিত্র উচ্চ—ধর্ম্মে অচঞ্চল,
সে তব বক্তৃতা—যেন আজো কর্ণে পশে।

নহে সে বক্তৃতা—তর্ক, বিপক্ষের গ্লানি,
নীরস পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্যের পসরা,
ভাবুকের উক্তি সে যে হৃদয়ের বাণী,
আবেগ-কম্পিত তব কণ্ঠ সপ্তস্বরা
—রাজভাষা যেন তব নিজভাষা জানি—
উচ্ছ্বসিয়া দিত প্রাণে ভাবময়ী ঝরা।

রামগোপাল ঘোষ　　　　কৃষ্ণদাস পাল

শিশিরকুমার ঘোষ　　　　যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

১০৭ পৃঃ।

দেশ-সেবক।

রামগোপাল ঘোষ।

রাজনীতি-আন্দোলনে অগ্রণী নির্ভীক,
ভারতবাসীর প্রাপ্য স্বত্ব প্রসারণে
প্রতিকূল-অভিমত খণ্ডন করণে,
তব যশঃ-সুরভিতে পূর্ণ চারিদিক্।
বিপক্ষেও সবিস্ময়ে চাহি' অনিমিক
বিমুগ্ধ হইত তব প্রবুদ্ধ বচনে;
অমোঘ যুক্তিতে, দীপ্ত ওজস্বী ভাষণে,
অদ্বিতীয় বাগ্মী ছিলে—স্বদেশ প্রেমিক।

শিক্ষার উৎসাহ-দাতা, ছাত্রের সহায়,
সমাজের হিতকারী, পত্র-সম্পাদক,
দেশীয় সদস্য হ'ল ব্যবস্থা-সভায়,
উচ্চ অধিকার পেলে দেশী বিচারক,
দাহ-ঘাট রক্ষা হ'ল,—তব বক্তৃতায়,
ধন্য তুমি মাতৃভক্ত স্বজাতি-নায়ক!

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

কুরুচির পঙ্ক হ'তে তুলিয়া যতনে,
সুরুচি চন্দন-স্রকে করিয়া চর্চ্চিত,
উচ্চনীতি-ধূপ-গন্ধে করি' আমোদিত,
কর্ম্মযোগী ঋত্বিকের ভক্তিপূত মনে,
স্থাপিলে সংবাদপত্রে আরাধ্য আসনে।
জ্ঞান, যুক্তি, সুষ্ঠু ভাষা ত্রয়ী সমীরিত,
রাজনীতি-পাঞ্চজন্য করিয়া ধ্বনিত,
করিলে বাণীর পূজা, তুমি শুভক্ষণে।

পূজার নির্ম্মাল্য গন্ধে মুগ্ধ দিক্ দশ!
"সোমপ্রকাশে"র তব অদ্বিতীয় মান,
চরিত্রের মহোৎকর্ষ, দৃঢ়তা, সাহস,
পরার্থপরতা, শ্রম, উচ্চ নীতি-জ্ঞান,
তেজস্বিতা, নিস্পৃহতা, হে কর্ম্মী তাপস!
দিয়াছে স্মৃতিকে তব আদর্শের স্থান।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দেশ-ব্রত হোমানল জ্বালিয়া অন্তরে,
রিক্ত হস্তে এলে তুমি মাতৃযজ্ঞ স্থলে,
নৈবেদ্য অভাবে শুধু ভক্তি বিল্বদলে
পূজিয়া প্রসন্ন করি' তুমি ক্ষণ তরে
আনিলে লেখনী-অগ্রে মহাশক্তি-ধরে।
দেশের বিপক্ষনীতি-প্রচারক দলে
দলিয়া, নিমেষে তুমি জয় কোলাহলে,
ডালি দিলে আপনারে যজ্ঞ-বৈশ্বানরে।

এখনো উড়িছে তব যজ্ঞের বিভূতি—
'হিন্দু পেট্রিয়ট্', মাখি স্মৃতির চন্দন—
বিদ্রোহের পরে তব শান্তি-নীতি স্তুতি,
নীলকর-উৎপীড়ন জ্বলন্ত বর্ণন।
তোমার সে মাতৃযজ্ঞে জীবন আহুতি
যুগে যুগে বঙ্গবাসী করিবে স্মরণ।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

প্রতীচ্য ভাবের স্রোতে আকণ্ঠ' মজ্জিত,
সেই ভাব নিজদেশে প্রচার প্রয়াসী,
ইংরাজি শিক্ষার শুভে অভ্রান্ত বিশ্বাসী,
যে শিক্ষায় হয়েছিলে নিজে সুশিক্ষিত।
প্রতীচীর মহামন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
জাগাতে দেশাত্মবোধ হ'লে অভিলাষী।
সে চেষ্টায় উদ্বোধিত আজি বঙ্গবাসী—
স্বজাতি ভ্রাতৃত্ব ভাব হয়েছে বিস্তৃত।

"হিন্দু পেট্রিয়ট্" তুমি করিলে স্থাপনা,
বন্ধু "হরিশের" যাহে জাগিল লেখনী ;
"বেঙ্গলী" পত্রের তুমি করি' প্রবর্ত্তনা
রাজনীতি-রণে দোঁহে হইলে অগ্রণী।
সংবাদপত্রের শক্তি তোমারই সূচনা—
'বেঙ্গলী'র নেতা আজ ভারতের মণি।

কৃষ্ণদাস পাল।

রাজনীতি-বিশারদ, সুবক্তা, বিদ্বান্,
যুক্তি-তর্কে, বিজ্ঞতায়, লিপির কৌশলে
মধুর স্বভাবে রাজ-কর্ম্মচারীদলে
তুষ্ট করি' লভেছিলে যে শ্রদ্ধা সম্মান,
সম্পাদক, জন-নেতা—তাহার সমান,
পায় নাই কেহ বঙ্গে গুণে কিংবা ছলে।
বিদ্বেষ-বিহীন স্পষ্টবাদিতার বলে
সাধিলে দেশের তুমি অশেষ কল্যাণ।

কোমলে কঠিন ছিল তোমার স্বভাব,
দেখিলে অন্যায় ত্রুটী ভ্রম বা প্রমাদ,
সাহসের কভু তব নাহি'ত অভাব,
করিতে সুযুক্তি-পূর্ণ দৃঢ় প্রতিবাদ।
জমিদারে বিঘোষিছে তোমার প্রভাব
প্রজাও করিছে তব স্তুতি জয়নাদ।

নবগোপাল মিত্র।

তোমা সম মুক্ত-প্রাণ দেশভক্ত বীর,—
দেশের হীনতা নাশে একাগ্র 'পাগল',
স্বজাতির বলবীর্য্য-বর্দ্ধনে চঞ্চল,
বাক্যে নহে কার্য্যে বন্ধু বঙ্গ-জননীর,
আর কেহ ছিল কিনা নাহি জানি স্থির।
ভাবী সৌভাগ্যের আশে বিশ্বাসী সরল
নব্য-বঙ্গ হিতে, তুমি কর্ম্মী নিঃসম্বল,
ঢালিতে প্রস্তুত ছিলে হৃদয় রুধির।

উঠিবার বহুপূর্ব্বে "স্বদেশীর" 'চাল',
তুমি স্থাপি' 'হিন্দুমেলা'—স্বদেশী বাজার
'স্কুল' সারকাস', 'পত্র'—সব "ন্যাশন্যাল",
বাঙ্গালীর ভ্রাতৃভাব করিতে প্রচার।
ব্যায়ামে উৎসাহ দানে তুমি বহুকাল
শিখালে শক্তিই জাতি উন্নতির সার।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র বিচিত্র তব শ্যামল ভূধর ;
একদিকে কঠোরতা —পত্র সম্পাদনে—
অপ্রিয় সত্যের উক্তি অকপট মনে,
উচ্চ নীচে শত্রু মিত্রে না করিয়া ডর,
স্বমতে অটল, সদা কর্ত্তব্যে তৎপর ;
অন্যদিকে কোমলতা —স্নেহ বন্ধুজনে,
দরিদ্রে মমতা, দয়া পশুপক্ষিগণে—
সত্যই ভূতলে শম্ভু—প্রবুদ্ধ শঙ্কর।

প্রকৃতিতে, পরিচ্ছদে, বাক্যে বিশিষ্টতা,
সুবিন্যস্ত ছায়া-জ্যোৎস্না-খচিত জীবন,
কৃত্রিমে অভক্তি, ঘৃণা, নৈতিক উচ্চতা,
মনীষা ও মনস্বিতা রহিবে স্মরণ।
ইংরাজি রচনা তব, লিপি-কুশলতা
শ্রেষ্ঠ বলি' সুধীবৃন্দে করেছে বরণ।

শিশিরকুমার ঘোষ।

যে শক্তি লিখিত আছে প্রোজ্জ্বল অক্ষরে,
ছত্রে ছত্রে, 'পত্রিকা'র জন্ম ইতিহাসে,
যে শক্তি প্রকট হ'ল অত্যাচার-নাশে,
দুর্ব্বল প্রজার স্বত্ব রক্ষিবার তরে,
যে শক্তি বিজয়ী হ'ত লেখনী সমরে,
অকাট্য প্রমাণ, যুক্তি, ঘটনা প্রকাশে,
সেই শক্তি দ্রব হয়ে ভক্তির বিকাশে,
পড়িল গৌরাঙ্গ-পদে অশ্রু হ'য়ে ঝরে।

রাজনীতি দ্বন্দ্ব ত্যজি' তব কণ্ঠরব
মিলে গেল হরিনাম কীর্ত্তনের রোলে,
সংসারের গণ্ডগোল থেমে গিয়ে সব
বাজিয়া উঠিল প্রেম—করতালে খোলে,
স্বদেশ-স্বজাতি-প্রীতি—মাতৃভূমি স্তব
ধ্বনিত হইল উচ্চে হরি হরি বোলে।

নরেন্দ্রনাথ সেন।

তোমার 'মিরার" পত্র, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল,
হৃদয়ের ছায়া তব। কর্ম্মী স্পষ্ট-ভাষী,
দেশের-দশের হিতে সতত প্রয়াসী,
ন্যায়পরায়ণ তুমি কর্ত্তব্যে অটল,
নির্ভীক স্বাধীনচেতা, জানিতে না ছল,
রাজভক্ত, দেশভক্ত, ঈশ্বরে বিশ্বাসী,
রাজপ্রতিনিধিকেও—শিষ্টতা প্রত্যাশী—
অনুযোগ করিবার ছিল তব বল।

রাজনীতি কর্ম্মক্ষেত্রে কভু তব শিরে
পড়িয়াছে শ্বেতাঙ্গের রোষ-বৃষ্টি ধারা,
বিঁধেছে স্বদেশী কভু তীব্র নিন্দা তীরে ;
তুমি কিন্তু হও নাই কভু দিশাহারা,
আপন গন্তব্য পথে চলে গেছ ধীরে,
আত্মবিবেকের আলো করি' ধ্রুবতারা।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুকুমার-কলা তব ইংরাজি রচনা
গুণগ্রাহী কাছে চিরদয়িত—বরিত,
প্রতিছত্র সুনিপুণ লালিত্যে দীপিত,
লিখনের ভঙ্গী তব বঙ্গে অতুলনা।
সে গুণের সনে মিলি শিক্ষা, গবেষণা,
তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসমাহিত
সমালোচনার শক্তি বুধ-জনোচিত,
দিয়াছে 'নেশন্'(এ) তব উচ্চ সম্বর্দ্ধনা।

অধ্যাপনা গৃহে আর লেখনী সহায়ে
বিতরিলে তুমি স্বীয় মনীষা প্রভাব—
পরিহরি ব্যারিষ্টারি—নিজ ব্যবসায়ে ;
তাহে তব স্বার্থক্ষতি—স্বদেশের লাভ।
ভুলিব না প্রীতিফুল্ল বদন নিঃসৃত
তোমার সে জ্ঞানোজ্জ্বল বচন-অমৃত।

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ।

দেশভক্ত, সুলেখক, স্বজাতি-নায়ক,
ব্যঙ্গ-শ্লেষ-হাস্যোক্তির কবি-চূড়ামণি,
অন্যায়ের প্রতিবাদে নির্ভীক-অগ্রণী,
সুবিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, সমাজ-শাসক,
সর্ব্বজন "হিতবাদী" পত্র সম্পাদক,
শক্তিমান করে তব অব্যর্থ লেখনী,
দেশের প্রাণের কথা করি' প্রতিধ্বনি,
পত্র-সম্পাদন কর্ম্ম করিল সার্থক!

তোমার মন্তব্য সদা উন্মুক্ত কথন,
আপাত-কষায়-তিক্ত হলেও প্রতীত,
পরিণামে শুভদায়ী—ভেষজ যেমন—
সামাজিক-ব্যাধি কত করি' নিরাকৃত,
ব্যক্তিগত অসুস্থতা করিয়া দমন,
লোকহিত বহুবিধ করেছে সাধিত।

গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে।

কল্পকাল-তপে লব্ধ দেশব্রত বীর—
অকালে হরিল বিধি! কি দেখিছ আর
ছল ছল নেত্রে চাহি, জননী আমার!
কাঁদ, কাঁদ,—ঝরে যা'ক নয়নের নীর,
বহে যা'ক চোখ ফেটে হৃদয়-রুধির।
কোটী পুত্রে পূরাবে না অভাব যাঁহার,
চলে গেছে সেই পুত্র—অভাগী তোমার—
প্রতিভার বরমূর্ত্তি, কর্ম্মী, ত্যাগী, ধীর।

বল্মীকের স্তূপ মাঝে হিমালয় সম
দাঁড়ায়ে মন্ত্রণাগৃহে, তুলি উচ্চে শির,
অমোঘ যুক্তিতে, তর্কে, বাক্যে অনুপম,
রাজদ্বারে কে জানাবে, আবেগে গভীর,
—বুঝাইবে আর কার প্রাণঘাতী শ্রম—
দুঃখ, দৈন্য, অমর্য্যাদা, ভারতবাসীর?

* মৃত্যুর পর দিন রচিত।

তর্পণ

গঙ্গাধর কবিরাজ　　দ্বারকানাথ মিত্র　　[illegible]মোহন ঘোষ

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর　　মহেন্দ্রশেখর মুস্তফী

১১৯ পৃঃ।

প্রতিভাবান।

গঙ্গাধর কবিরাজ।

ধন্বন্তরি-কল্প তুমি কবিরাজ-রাজ,
দুর্নিবার ব্যাধি-ক্লেশ করি' নিবারণ
মুমূর্ষু জনেরে দিয়া নবীন জীবন,
অদ্বিতীয় তব নাম, বঙ্গভূমে আজ।
শাস্ত্র-জ্ঞান লভি' শুধু, ভিষক-সমাজ
ঋণী নহে তব কাছে, হে বৈদ্যরতন,
তোমার সে বিদ্যাচর্চ্চা বিদ্যার(ই) কারণ,
আদর্শ হইয়া বঙ্গে করিছে বিরাজ।

একাধারে শিল্পী, কবি, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ,
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈদ্য, ভাষ্যকার,
প্রতিভার বরপুত্র, জ্ঞানী লোকাতীত,
অলঙ্কার ছিলে তুমি, ভারত মাতার।
আশীর্ব্বাদ কর তুমি, হে পূজ্য পণ্ডিত
স্থায়ী হো'ক্ বাঙ্গালায় দৃষ্টান্ত তোমার।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে চিকিৎসা বিধানে
তোমার অতুল্য যশ এ মহানগরে,
এখনো ঘোষিছে লোকে নিত্য ঘরে ঘরে,
অলৌকিক খ্যাতি তব আছিল নিদানে।
গবেষণা-তৃষা সদা জাগিত যাঁ প্রাণে,
সার্থক হইল তব প্রতিভার বরে—
অধীত বিদ্যায় যাহা না আসে গোচরে,
ক্ষণে প্রতিভাত হ'ত তব দিব্যজ্ঞানে।

দৈন্যের তাড়না হ'তে আত্মরক্ষা করি'
বিদ্যার্জ্জনে উচ্চাদর্শ দেখায়েছ তুমি।
দীনজনে দয়া তব আত্ম-কথা স্মরি,'
স্মরণেও পুণ্য হয়।—ধন্য বঙ্গভূমি,
ধন্য তুমি! পুত্র তব তোমারই কল্যাণে
ভারত-গৌরব আজি, পূজ্য সর্ব্বস্থানে।

দ্বারকানাথ মিত্র।

যোগ্যতা দেখাতে শ্রেষ্ঠ বিচার-আসনে
স্বজাতির, এসেছিলে তুমি বাঙ্গালায়।
মাতৃ-অঙ্ক হ'তে লব্ধ উচ্চ প্রতিভায়
অচিরে লভিয়া বিশ্ব-মনীষা রতনে,
বিস্মিত—বিমুগ্ধ করি' সুধী-গুণী জনে,
বাঙ্গালীর ধীশক্তির বিজলী-প্রভায়,
ক্ষণিকে মিলায়ে গেলে তড়িতের প্রায়,
রাখি' স্বর্ণরেখা-ভাতি কালের গগনে।

তব মস্তিষ্কের সেই দামিনী ঝলকে
লোক-চক্ষে বঙ্গমাতা আনন কমল
উদ্ভাসিত হয়েছিল আশার পুলকে।
কালক্ষয়ে সেই আশা হয়নি বিফল—
আজি কত বঙ্গসুত, ভারতী অলকে
শোভে হের— মণিময় তারকা উজ্জ্বল!

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

প্রাচীন সঙ্গীতকলা সঞ্জীবন আশে
উজান-বাহিনী তব চেষ্টা আয়োজন,
ভারতীয় গীত-বিদ্যা প্রচার কারণ,
অকাতর ব্যয় তব, সদা মনে আসে।
গায়ক, বাদক, শ্রোতা সৃষ্টি অভিলাষে,
কত গুণী কলাবিৎ করিয়া পালন,
সঙ্গীতের বিদ্যালয় করিলে স্থাপন ;—
চিরঋণী বীণাপাণি তোমার সকাশে।

শুন, কাঁদে ষড়্‌রাগ ছত্রিশ রাগিণী
বিকলাঙ্গ, মৃতপ্রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা গীতি আজি অভাগিনী—
আভরণ-হীনা মীড়-মূর্চ্ছনা বর্জ্জিত।
এস পুনঃ, দাও শক্তি কলা-উদ্ধারিণী,
হে নমস্য বিশ্বমান্য সঙ্গীত-পণ্ডিত।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধিদত্ত প্রতিভায় করি' আরোহণ,
কৃতিত্বের—সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়
ব্যবহারাজীব কার্য্যে তুমি বাঙ্গালায়
লভিলে অতুল যশ প্রতিপত্তি ধন।
উৎসাহে তোমার পন্থা করিয়া গ্রহণ,
জয়ী হ'য়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতায়,
লভিয়াছে শ্রী সৌভাগ্য ইষ্ট সাধনায়
তোমার স্বদেশ-বাসী আজি কতজন।

স্মরণীয় সদাশয় হিউমের সাথে
ভারতে 'জাতীয় মহা-সমিতি' গঠনে,
—ভারতবাসীর প্রাণে একতা জাগাতে—
বদ্ধপরিকর হয়ে কায় মনে ধনে
দেশের যে হিত তুমি সাধিলে, তাহাতে
তব নাম চিরদিন গাঁথা রবে মনে।

রাজা রবিবর্ম্মা।

উষার কুঙ্কুম ঘটা, সন্ধ্যার গরিমা —
নীলাম্বরে মেঘস্তরে স্বরগ আভাস,
হিমাদ্রি কিরীট ছটা, সিন্ধু ফেনোচ্ছ্বাস,
ভারত কান্তার কান্তি—শ্যামল মহিমা—
অনুকারী বর্ণরাগে, সৌন্দর্য্য প্রতিমা,
কুহক তুলিকা স্পর্শে, করেছ বিকাশ,
রামায়ণ ভারতের জাগ্রত উল্লাস—
আর্য্য নরনারীদের স্বভাব ভঙ্গিমা।

প্রতীচ্যের দান যবে আসি সুবাতাসে
প্রচারিল নানাবর্ণে চিত্র-মুদ্রাঙ্কন,
তব চিত্র-প্রতিলিপি অগণ্য প্রকাশে,
গ্রন্থের সৌষ্ঠব বঙ্গে করেছে বর্দ্ধন।
ভারতীয় চিত্রকলা ঋণী তব পাশে,
চিত্র-প্রতিভার তুমি অমর নন্দন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

হাস্যরস-অবতার নটকুলেশ্বর,
বাঙ্গালার রঙ্গভূমি আদৃত—উন্নীত—
অভিনেতা অভিনয়-নৈপুণ্যে শিক্ষিত,
তব নট-প্রতিভায় অতুল্য ভাস্বর।
রঙ্গমঞ্চে শ্রুত হ'লে তব কণ্ঠস্বর
শ্রোতৃবর্গে উল্লাসের তড়িৎ বহিত,
দৃষ্ট হ'লে মূর্ত্তি তব কৌতুক-মণ্ডিত—
কৃতার্থ হইত সবে, হে নট অমর।

বীর-হাস্য-করুণাদি ভিন্ন রসাত্মক
যে কোন ভূমিকা তুমি করিতে গ্রহণ,
অভিনয় হ'ত তব সর্ব্বাঙ্গ-সার্থক—
নিজস্ব ভঙ্গীতে দীপ্ত—শ্রেষ্ঠ—অতুলন।
তোমার সে নটকীর্ত্তি শিক্ষা বিধায়ক
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চাকাশে বিদ্যুৎস্ফূরণ।

লালমোহন ঘোষ।

তোমার বচন-লীলা বক্তৃতা-সাধনা,
বঙ্গের গৌরবকর—জাতির গরিমা।
স্বদেশে বিদেশে তব বাণীর মহিমা
মুক্তকণ্ঠে করিয়াছে সকলে ঘোষণা।
যে শুনেছে যে দেখেছে কি করি' বল না
ভুলিবে সে বাগ্মিতার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা—
স্বরের বৈচিত্র্যময়ী মাধুরী অসীমা,
যুক্তির অমোঘ উক্তি, রহস্য দ্যোতনা?

পার্লামেণ্ট-সদস্যের বাঞ্ছিত সম্মান
লভিবার পথ তুমি করিয়া সুগম
সাধিয়াছ ভারতের পরোক্ষ কল্যাণ।
'ইলবার্ট বিল' দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষ ভ্রম
প্রতিপন্ন করি' তুমি করিলে প্রমাণ—
ভারতবাসীরা নহে অযোগ্য অক্ষম।

কর্ণেল্ সুরেশ বিশ্বাস।

অপবাদে পঙ্গু প্রাণে মন্ত্রৌষধি প্রায়
ভাঙ্গিতে দুর্গাম-কারা-প্রাকার কঠিন
অভিশাপ মোচনের আশাধ্বনি ক্ষীণ—
ব্রেজিল হইতে বার্ত্তা এল বাঙ্গালায়
'বাঙ্গালী সন্তান এক অতি নিঃসহায়
ভাগ্যচক্রে আসি হেথা কপর্দ্দকহীন,
সৈন্যাধ্যক্ষ পদে, আজি হয়েছে আসীন।'
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বঙ্গ সে যশঃপ্রভায়।

গৌরবে মণ্ডিত সেই বিচিত্র কাহিনী—
আত্মশিক্ষা, ভাগ্যজয়, সমর-দক্ষতা,
বীরত্ব, চালনা রণে ব্রেজিল-বাহিনী,
রণরঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান প্রাণের মমতা,
অতুল সম্মান দলি' শত্রু-অনীকিনী।
শুনে ধন্য বঙ্গ সেই স্বপ্নাতীত কথা।

কুমারী তরু দত্ত।

না পোহাতে রাত্তি, তুমি বাসন্তী উষায়,
তুলেছিলে ধীরে ধীরে ললিতের তান,
কোমল মধুর সুরে ঢেলে দিয়ে প্রাণ।
তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন ভাবি,' গীত মহিমায়,
বিস্ময়ে পুলকে সবে চারিধারে চায় ;
অকস্মাৎ থেমে গেল সে প্রভাতী গান,
না উদিতে রবি, হ'ল দিবা অবসান !
অতৃপ্ত আশায়, সবে করে হায় হায়।

বারিধির পরপারে সে মঞ্জু রাগিণী
পশিয়া, তুলিল কত স্তুতি ও বিস্ময়—
পরভাষা লয়ে তুমি বালা বিদেশিনী
কেমনে রচিলে গীত স্বপ্ন মধুময় !
অমরায় গেছ তুমি অমরনন্দিনী—
মরতে ধ্বনিছে তব প্রতিভার জয়।

হরিনাথ দে।

তখনো ফোটেনি আলো চোখে আছে ঘুম,
আসিছে মন্দারগন্ধ প্রভাতের শ্বাসে ;
কখন ফুটিবে ফুল সেই সুখ আশে
লোকে যবে চেয়ে আছে বিস্ময়ে নিঝুম,
ঝরে গেল কীট-দষ্ট নন্দন-কুসুম,
মিশে গেল রৌদ্রতপ্ত ধূলির বাতাসে
অপার্থিব সে সুরভি। জ্বলন্ত হুতাশে
ছড়াইয়া দিল বায়ু দগ্ধপুষ্প ধূম!

কিবা হ'ত কি না হ'ত ফুটিলে সে ফুল,
সে কথা ভাবিয়া এবে নাহি কোন কাজ,
কি রহিল কিবা গেল, কার হ'ল ভুল,
ফুলে কি বাতাসে দোষ, কে বলিবে আজ?
অতুল মুকুল সে যে—সুগন্ধে আকুল,
তা'র স্মৃতি ভুলিবে না বাঙ্গালী সমাজ।

সমাপন।

শতাধিক শ্লোকে গাঁথি তর্পণের হার,
অর্পিলাম ভক্তিভরে বাণী-পদতলে ;
জপিতে জপিতে মালা অভ্যাসের বলে,
ভক্তিহীন প্রাণে যথা খোলে ভক্তিদ্বার,
তেমনি হয়ত এই স্মৃতি অর্চ্চনার
নির্ম্মাল্য লইয়া করে কেহ কুতূহলে,
পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণে, আঁধারে, বিরলে,
শুনিবে আহ্বান কোনো তর্পিত আত্মার।

শুনি' সেই অপার্থিব স্বর সুমহান্,
সমসুরে বাঁধা তা'র হৃদয়ের তার,
উদ্বেলিত—অভিভূত করি' মন প্রাণ,
পরতে পরতে উচ্চে তুলিবে ঝঙ্কার।
তা'হলে কৃতার্থ হবে সেই ভাগ্যবান্,
ধন্য হবে বঙ্গমাতা গৌরবে তাহার।

ইলিয়াডের গল্প।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত।

মহাকবি হোমারের বিশ্ব-বিশ্রুত মহাকাব্যের আখ্যান ভাগ।

সচিত্র, মূল্য ।।০ ।

কয়েকটী অভিমত।

"গ্রীক কবি হোমার রচিত "অডিসির" গল্প ভাগ লইয়া ঘোষ মহাশয় পূর্ব্বে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যশ হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁহার যশ অক্ষুন্ন রহিবে।" বঙ্গবাসী।

"মৌলিক রচনার ন্যায় গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়-গ্রাহী। ইহা শিক্ষাপ্রদ এবং উপন্যাসের মত পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। উপরন্তু বিলাতী চার জন চিত্রকরের চিত্রিত চারখানি হাফটোন ছবি প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থের সৌষ্ঠব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।" অর্চ্চনা

"যাঁহারা আজ কাল নানা দেশ বিদেশের গল্প সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া আমাদের শিশুদের জন্য ভাল রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। * * নবকৃষ্ণ বাবু আমাদের শিশুদের একজন বন্ধু।"—সঞ্জীবনী।

"The Author deserves thanks for his simple rendering of the elegant stories of Homer into Bengali. * * As the book is written in a style suited to our boys, the Text Book Committee would do justice to the author, if it can find its way to include this book in the list of text books for boys." *Indian Empire*

"The book will no doubt be read with great pleasure not only by boys but also by grown up readers. Its language is simple and charming and its subject matter is not only instructive but deeply interesting." *Bengalee*

অডিসির গল্প।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত।

(ইলিয়াডের গল্পের উপসংহার)

গ্রীক মহাকবি হোমারের মহাকাব্যের চির-নূতন কাহিনী। বহুচিত্রে সুশোভিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

কয়েকটী অভিমত।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ (প্রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ), রায় বাহাদুর, গবর্ণমেণ্টের বঙ্গীয় অনুবাদক মহাশয় বলেন—"মূল কাব্যে বিবিধ ঘটনার সমাবেশে অনেক সময় পাঠককে গল্পের সূত্র হারাইতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থপাঠে সে আশঙ্কা নাই। বালক বালিকারাও ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থবর্ণিত ঘটনা সকল বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবে।"

"এ পুস্তকখানি মনোহর ভাষায় লিখিত"—সঞ্জীবনী
"আশা আছে এ গ্রন্থের আদর হইবে।"—বঙ্গবাসী
"এই গ্রন্থ পাঠে আনন্দানুভব করিবেন।"—হিতবাদী
"বইখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি"—দর্শক।

"The author of this nice book has indeed rendered a valuable service to our young boys by publishing the work in Bengali. The style of the work is plain, simple, charming and very suitable to the readers of tender age. Our Text Book Committee will do a bare justice if it can find its way to incorporate it in the list of the text books in Bengali recommended for our young boys and girls." *Amrita Bazar Patrika.*

"Mr. Ghosh's present publication fully maintains the reputation he has won by his previous ones.—*Bengalee.*"

"The style in which the book is written leaves us no doubt that our boys will read the elegant stories of Homer with much pleasure."—*Indian Empire.*

৩

বঙ্গগৌরব

প্যারীচরণ সরকার

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত

কর্ম্মবীর স্বদেশসেবকের জীবনচরিত। সচিত্র, মূল্য ১।০ মাত্র। প্রাইজ ও উপহার দিবার উপযোগী—শিক্ষা বিভাগের নির্ব্বাচিত। প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত। এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"এই পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের একটী অভাব পূরণ করিল।"

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন—"এর সবটুকুই ভাল, পবিত্র, শ্রদ্ধেয়"

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্যারী বাবুর ধর্ম্মমত বিচার স্থলে গ্রন্থকার যে উদারতা ও অসম্প্রদায়িকতা দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ও রচনারও বেশ পারিপাটী প্রদর্শিত হইয়াছে।"

সাহিত্যরথী ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"I have felt fascinated by the story of this model life as told in this memoir."

"অচিরে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের যদি প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্দ্দশা বলিতে হইবে।"—হিতবাদী

"The author Babu Navakrishna Ghosh, B. A. is not unknown to readers of Bengali literature but he will by this Life, henceforth take a distinguished place in the ranks of Bengali authorship. * * * The story of the earnest and sublime "life of laborious days" led by this philanthropist has been charmingly told, and with much grace of style, in some 20 chapters full of information the author's industry has unearthed. * * We cannot think of a book more salubrious to the younger generation now in schools than this life of one of who has fittingly been called the 'Arnold of the East.'"

Indian Mirror.

"We have no hesitation in saying that the book can fittingly take its place among the best biographical literature of Bengal."

Bengalee.

"Babu Navakrishna Ghose has done a service to the community and will, we hope, receive that encouragement which is his due. *"Amrita Bazar Patrika."*

"The book, we venture to think, shuld not only be read as a moral reader but as a biography which is a part of the history of a nation." *National Magazine.*